মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

জুলাই, ২০২৬
আষাঢ়, ১৪৩৩

সূচীপত্র

২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৪৩৩ ✪ জুলাই ২০২৬

নিবিড় ভক্তিতে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি		৩
গড়ে উঠবে নতুন মানুষের সভ্যতা, জগৎময়	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৪
ভগিনী নিবেদিতার ভারত চিন্তা	পার্থ সারথি বসু	১৫
The Cosmic Mind	Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee	১৭

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

নিবিড় ভক্তিতে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি

স্বরূপতঃ ভগবানকে জানা ভক্ত-সাধকের জীবন ধ্যান হয়ে ধ্যান তন্ময়তায় জীবনময় উপলব্ধির ব্যাপ্ত বিস্তার ঘটিয়ে দেয়। স্বরূপতঃ ভগবানকে জানা হয় অনুভবে। সাধন পথে এগিয়ে চলতে হয়ে উঠবে স্বতঃ আহ্বান যেন চতুর্দিক ব্যাপ্ত একান্ত বিকাশ পর্বের মাঝে হয়ে উঠবে প্রাণের দ্যোতনা মূর্ত, গড়ে তুলবে একান্ত নিবেদনের আবাহন সদা বিকাশ প্রবাহ পর্বে। সাধন প্রজ্ঞা লাভের পথে সাধক সর্বদাই হয়ে থাকবেন প্রতিনিয়ত সজাগ। সাধকের সজাগ থাকবার অর্থ মনের-প্রাণের-হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করা ও বজায় রাখা। বিশুদ্ধতার পটভূমি ব্যক্তির অন্তর থেকে আর সব ভাব সরে গিয়ে যখন হয়ে উঠবে নিত্য পথের যোজনা। এসব করেই হয়ে ওঠে জীবন মাঝে পরমের আহ্বান। এই আহ্বান পর্ব সদাই হয়ে উঠবে নিত্য ভাব পথের সঞ্চারী। এই অনন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মপ্রকাশ জীবন মাঝে নিত্য প্রকাশ পর্বের পথে নিত্য পথের একান্ত আয়োজনে। এখন জীবনের নিত্য পথের স্বতঃ উন্মোচনের এই পথে হয়ে উঠবে জীবনের পরম প্রাপ্তির এই পথ পর্ব। ভগবানের শরণ-মনন স্বতঃই হয়ে ওঠে জীবনের জন্য একান্ত উদ্যোগী সাধন প্রয়াস। সাধন পথের উদ্যোগের সূচনাতেই হয়ে ওঠে চেতনার জাগরণ।

তত্র লব্ধপদং চিত্তম্ ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তৎ চ ত্যক্ত্বা মৎ আরোহঃ ন চিঞ্চিৎ অশি চিন্তায়ৎ। (উদ্ধব গীতা ১৪/৪৪)

নিত্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে মন যখন ভগবানের ভাব স্পর্শের অন্তর উপলব্ধিতে প্রবেশ করবেন।

ভক্তিপথে সত্যলাভ ভগবৎ করুণায় ভরপুর হয়ে নিত্য প্রজ্ঞা পথে হয়ে উঠবে এই একান্ত নিবেদিত মনের মাঝে ছিল যা কিছু আকাঙ্ক্ষাদি বিষয়ের মূর্ত আহ্বান সবের গভীর অভ্যন্তর মার্গ হয়ে উঠবে জীবনের পথ চলার এই পর্বে একান্ত নিবেদক এক অস্তিত্ব। নিবিড় ভালবাসায় গড়ে ওঠে একান্ত আকর্ষণ। আকর্ষণটি ভগবৎ ভাবের প্রতি। আকর্ষণ নানাভাবে হতে পারে মূর্ত, যেমন এটি হতে পারে একমাত্র ভগবানে। যেমনটি জীবনমাঝে নিত্য পথের নিত্য প্রকাশ একের পর এক পর্বের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন হয়ে ওঠে যেন এক প্রবাহ। এটি ভক্তি স্রোত। অন্তর মাঝে যা কিছু ভক্তি স্রোত সে সবই তখন ভগবানকে বরণ করেই হয়ে ওঠে। ভগবৎ চরণ শরণে এখন জেগে ওঠে ভাগবতী ভাবপ্রদীপ। এমন সব ভাগবতী ভাবপ্রদীপ একান্তভাবে জীবনে গড়ে তুলতে শক্তি ও প্রেরণা দান করবে যার ভালবাসায় ভরপুর ভক্তজীবনই পারে একান্তভাবে ভাগবতী ভাবস্পন্দনের মধ্যে ধারণ করে চলতে পারবে কর্মপথে। এমন করেই জীবন পথে এগিয়ে ভাবস্পন্দন হয়ে গুণসম্পন্ন সদাই–সঞ্চার করে। এমন ভক্তি সঞ্চার পর্বের মাঝে ভক্ত জীবনের আহ্বান ভাগবতী সমর্পণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কর্মে জ্ঞানে ধ্যানে ভগবানকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলতে হয়। যেন জীবনের সুপ্ত ভাগবতী সম্পদ হয়ে ওঠে মূর্ত ভাগবতী আকর্ষণের দীপ্তিতে।

হৃৎ পুণ্ডরীকম্ অন্তস্থং উদ্ধনালং অধঃ মুখম্।
ধ্যাত্বা উর্দ্ধমুখম্ উন্নিদ্রম অষ্টপতং সকনির্কম। (উদ্ধব গীতা. ১৪/৩৬)

তিনি স্বয়ং বিরাজমান হৃদয়ের গভীর অন্তপুরে অনন্ত বিস্তৃত মহান প্রজ্ঞারূপ তিনি এখন জীবের জীবন মাঝে হয়েছেন স্থিত। অথচ জীবনের পথচয়ন তাঁকে বরণ করেই যদি হয় একময় তবে ভগবানের জন্য আকৃতি যদি জীবন মধ্যে হয়ে উঠবে এক প্রবল আকর্ষণের কণাক্ষেত্র। যেন ঐ আকর্ষণ এমনই নিবিড়, একান্ত নিবেদনের মধ্য দিয়েই ভগবানের ভাবনায় ডুবে গিয়ে নিরন্তরই তার ভাবপ্রবাহকে ঠিক করে দেবেন। যে সত্য এই অন্তর মাঝে হয়ে গিয়েছে নিত্য দিনের দেবস্পর্শ। অন্তরের দেবতাকে বরণ করে নিয়ে জীবন মাঝে হয়ে উঠবে নিত্য ভাবময় অশব্দের ভাব সংকীর্তন।

বহ্নি মধ্যে স্মরেৎ রূপং এতৎ মম ধ্যান মঙ্গলম্।
কালিকায়াং নসেৎ সূর্য সোম অগ্নিম্ উত্তরম্। (উদ্ধব গীতা, ১৪/৩৭)

সাধন অগ্নি জাগ্রত শিখাময় হয়ে ওঠে ভগবানের রূপ অথবা ভাবসম্পদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে ওঠে আর ভালবাসা প্রস্তুত হয়ে যায়। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসা ক্রমে যতই গভীর হয়ে উঠবে অন্তরে ভক্তির অগ্নিশিখা ফুটে উঠবে। ভক্তির অগ্নি শিখাময় হয়ে ওঠে। এ আগুন দগ্ধ করে না, এটি শীতল অগ্নিশিখা; স্বতঃই বেড়ে ওঠে মন-প্রাণ-হৃদয়ের সমন্বয়ে প্রশান্তি গড়ে দেয়। পরম ভাবময়, চৈতন্যময় তিনিই প্রেরণার দীপ্তি গড়ে দেন প্রাণে।

সঃ এব অগ্নিম্ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।

কোমল অগ্নি দেয় প্রেরণার শক্তি ব্রহ্ম সাধন পর্বে। তিনিই অদৃর্শ্যে হয়ে যেন বায়বীয় অথবা আলোক কণা হয়ে হৃদয়ের কোষে কোষে ফুটে ওঠেন তিনিই জীবনের প্রধান অবলম্বন। তিনি স্বতঃই জীবন মাঝে এক প্রেরণার শক্তি যারই রয়েছে দৃপ্ত বিকাশপর্ব একান্তে জীবনের মাঝে। অনন্য সাধন পর্বের একান্ত আহ্বান অন্তরিন হয়ে থাকে এই প্রেরণার মন্ত্রে স্বতঃই। অনন্ত অনাদি পরম সত্য যারই মধ্যে নিহিত সমগ্র সৃষ্টি।

সঃ বেদ এতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।

শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ হৃদয়ে শুদ্ধ মনে শুদ্ধ প্রাণের গভীরে ঐ অনন্ত ব্রহ্ম সনাতনকে তাঁরই এক ভাবরূপের মাঝে বরণ করে নেবেন। ভক্ত সাধক এখন অনুভবের গভীরে ভগবানের দৃপ্ত প্রকাশ জ্ঞাত হবেন। অনুভবের আলোয় দর্শন-স্পর্শ-বাকে হয়ে উঠবেন দৃঢ় অন্বয় একান্ত-একাত্ম।

—ঃঃ—

গড়ে উঠবে নতুন মানুষের সভ্যতা, জগৎময়

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টির নিত্য প্রবাহে ঃ মহাকালের কালপ্রবাহে এই জগৎ আর জীবন গড়ে উঠেছে। কালই নির্বাচন করে দেয়, নির্দিষ্ট করে দেয়। কালের পথচলাই জগতের পরিক্রমা। আবার প্রতিটি জীবনের জন্য ঘটনারাজির কালের পথ চলার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই গড়ে ওঠে। কালের অভ্যন্তরে ফুটে ওঠে জীবনের কর্মাদি আবার তারই মধ্য থেকেই কোনও কোনও কর্মের মাধুর্যের ভিত্তিতে ঐ কর্মাদির দৃপ্ত বিকাশ পথ নির্দিষ্ট হয়ে যুগপৎ তাৎক্ষণিক ফলাফল ও ভবিষ্যতের জন্য কোনও বিশেষ নির্বাচনী এক আহুতির সম্পদ গড়ে দিতে পারে জগতের জন্য। জীবন ও জগৎ ব্যাপৃত হয়ে রয়েছে মহাকালের এই কালছন্দে। যে ভাব ও ভাষায় মানুষ অভ্যস্ত জীবনের জন্য তারই গভীরে গিয়ে একান্ত বিস্তৃত মহাকালের স্পর্শ যদি ঐ মানবের চেতন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, স্পর্শ করে তবে স্বতঃই হয়ে ওঠে নিত্য দিনের নবীন স্পর্শের এক বিকাশ সূত্র। প্রতিটি ক্ষণের মধ্যেই জীবন সৃজন করে চলেছে জগতের জন্য এগিয়ে চলবার সব উপাদান যারই গভীর অভ্যন্তরে রয়েছে ভগবানের জগৎ বিকাশ সূত্র। ভগবানের এই জগৎ বিকাশ জীবের মধ্য দিয়ে ঘটে চলেছে আবার জগতের সব উপাদানের মধ্য দিয়েও হয়ে চলেছে। জীবন মাঝে ভগবানকে যে বরণ করে নিয়েছে তার পথচলা অন্বিত হয়ে গিয়েছে ভগবানের বিশ্ববিস্তার পর্বের জগৎ চেতনের সঙ্গে। আবার যে জীবন অন্তরে ভগবানকে বরণ করে নিতে পারেনি তার জন্য হয়েছে সনাতনী কালমাত্রার উদার সহযোগ. ঐ জীবন স্বতঃই ফুটে উঠতে পারবে যখনই হিতকারী মনোভাবের স্ফুরণের আকাঙ্ক্ষা হবে জাগ্রত ঐ জীবন পটে।

Time and space are, therefore, two sources of knowledge, from which, a priori, various synthetical conditions can be drawn. Of this we find a striiking example in the cognitions of space and its relations, which form the foundation of pure mathematics. They are the two pure forms of all intutions, and thereby make synthetical propositions a priori possible. But these sources of knowledge being merely conditions of our sensibility, do therefore, and as such, strictly determine their own range and purpose in that they donot and cannot present objects as things in themselves, but are applicable to them solely in so far as they are considered as sensuous phenomena. The sphere of phenomena is the only sphere of their validity, and if we venture out of this no further objective use can be made of them.

(Immanuel Kant, Complete Works of Immanuel Kant, Original-Thinkers Institute, Grapevine India Publishers Pvt. Ltd. 2023, p. 50.)

জীবনের এই চলমান কর্মসমূহ জীবনের জন্য শক্তি-সহযোগ ও প্রসার এনে দেয়। জীবনের শক্তি-সহযোগ ও প্রসার সবারই জন্য একান্ত বরণীয় হয়ে উঠতে পারে যখনই ঐ চেতনের মধ্যে হিতকারী প্রবণতাটি দূর হয়ে যায়। হিতকারী সেই প্রবণতা যার সুফল এনে দেয় অনেকের জন্য বা সবার জন্য সাধারণ ভাবের কল্যাণ কর্মের। এই কল্যাণ কর্মসমূহ জীবনকে দৃঢ়-স্থিত যেমন করতে সক্ষম তেমনি আবার এর শক্তিক্ষয় দ্বারা জগতের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে বহুজনের জন্য হিতকারী হয়ে উঠতে পারে। বহুজনের জন্য হিতকারী বিষয়টি নানাভাবে সঞ্চারিত হতে পারে। নিজের অহংবোধ বা ইগোর দৃঢ়তা ঐ হিতকারী চেতনকে দমিয়ে বা কমিয়ে নিয়ে আসে। এমন করেই ক্ষণমাত্রার বিচার হয়ে যায় যেখানে অহং নিবৃত্ত হয়েছে সেখানেই হিতকারী ভূমিকাটি যথাযথ হয়ে উঠতে পারে। আর এজন্যই ভগবানকে অন্তর মাঝে বরণ করে নেওয়াটি হয়ে ওঠে জরুরী। ভগবানকে অন্তরে বরণ করা শুধুমাত্র ভাষায়-কথায় ঘোষণায় সীমাবদ্ধ থাকলে সেটি হয় না সম্ভব। এর জন্য গড়ে তুলতে হয় আকূতি। জীবনের মাঝে আকূতি যদি ভগবানের জন্য গড়ে ওঠে তবে মনন সম্ভব হয় অনায়াসে। মননকে ক্রমে গাঢ় ও ঘনীভূত করে নিতে হয়।

ভগবানের উপলব্ধির জন্য প্রয়াসী যিনি হতে চাইবেন তার জন্য বিশেষ অনুধারণের বিষয় হল, ভগবানকে স্বতঃই উপলব্ধির আলোয় পাওয়া যায় যদি ঐ উপলব্ধির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা সেটি আত্যন্তিক হয়ে ওঠে উপলব্ধি পাত্র নির্ভয় হয়ে যায়। এর সাধারণ অর্থ হল একই সঙ্গে বহু মানুষ ভগবানকে উপলব্ধির আলোয় বরণ করতে চাইলেও একই উপলব্ধি একাধিকের মধ্যে ঘটবে না। উপলব্ধির স্বাতন্ত্র গড়ে ওঠে ঐ ব্যক্তি চেতনের চরিত্র-মনোভাব-হৃদয়ের মাঝে থেকে যাওয়া অনুভূতির ধরণ। একজনের মনের মাঝে যে প্রবণতা বা চরিত্র তার উপর নির্ভর করবে তার সাধন প্রকরণ। সাধনার মূল তত্ত্ব একটিই ভগবানকে জীবনের মাঝে বরণ ও গ্রহণ করবার অকূতি আবার এই আকূতিই চরিত্র বিন্যাসের ভিত্তিতে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হতে থাকে। বিভিন্ন পথের যেমন

হয় দিশা তেমনি আবার বিভিন্ন ভাব মণ্ডল জীবনের জন্য হয়ে ওঠে সাধনের ধারা। সাধন ধারার মৌল দিকগুলি একই থাকলেও বিশেষ প্রবণতার ক্ষেত্রে সেটি স্বতন্ত্র হয়ে যায় বাস্তব অভিজ্ঞতায়।

দেবত্বের গভীর অভ্যন্তরে ঃ

পুষা পঞ্চ অক্ষরেণ পংক্তিম উদজয়ৎ।
ধাতা ষড় অক্ষরেণ ষড় ঋতুন উদজায়ন্।
মরুতঃ সপ্তঃ অক্ষরেণ সপ্তপদম্ সক্বরীম্ উদজায়ন্।
বৃহস্পতিঃ অষ্ট অক্ষরেণ গায়ত্রীম্ উদ্জায়ন্। (তৈ.স. ১/৭/১১/৫-৮)
দেবতার পরশ এসেছে সাধন অভীপ্সার সূচনা পর্বে।
নানা পর্বের নানা পর্যায়ে হয়েছে উপলব্ধি সাধন ধনের প্রাপ্তিতে।
দেবতার পর্বে পর্বে আত্যন্তিক পরশ এসেছ জীবনের উত্তরণে।
এসেছে পঞ্চ অক্ষর মাত্রার পর ষড় অক্ষর সপ্ত অক্ষর পেরিয়ে অষ্ট অক্ষর।
সব পর্বের অক্ষর নিবেদন এনেছে প্রজ্ঞার একান্ত বরণ জীবন মাঝে।
পর্বে পর্বে হয়েছে আহরণ জগৎ সত্য জীবনের গড়ন পর্বে।
পঞ্চ অক্ষরে পুষার আকর্ষণ ষষ্ঠ পর্বে এসেছে ধাতার আহরণ।
মরুৎ দেবতায় হয়েছে বরণ সপ্তমে অষ্টমে বৃহস্পতির আশ্রয় হয়েছে স্থিত।

বিশ্বদেবতা জীবনে বরণেঃ

মিত্রঃ নব অক্ষরেণ ত্রিবৃত্রম স্তোমম উদজয়ৎ।
বরুণঃ দশ অক্ষরেণ বিরজাম উদ্জায়ৎ।
ইন্দ্রং একাদশঃ অক্ষরেণ ত্রিষ্টুভ্যাম উদ্জায়ৎ।
বিশ্বে দেবা দ্বাদশ অক্ষরেণ জগতীম্ উদ্জায়ৎ। (তৈ. স. ১/৭/১১/৯-১২)
সাধন পর্বের উপলব্ধি হয়েছে সূচনায় উত্থিত জীবনে।
চেতন রথ চলবে এগিয়ে উর্দ্ধ পথে ক্রম আরোহণ পর্বে।
নবম মাত্রায় হয়ে সূচনা এসেছে দশম মাত্রার স্বতঃ প্রবাহ জীবন পথে
প্রেরণার স্বরূপ দিয়েছে শক্তি করতে প্রস্তুত প্রত্যয় রাজি জীবন মাঝে।
সব আকর্ষণের মিলনে হয়েছে পূর্ণ দীপ্তির প্রভা জীবন মাঝে।
ইন্দ্র দেবতার আশ্রয় হয়েছে প্রসারিত জন বিকাশ পর্বের এই পরিচয়ে।
একাদশ পর্ব মাঝে এসেছে ইঙ্গিত দেবতার দিব্য প্রজ্ঞার তরঙ্গ পথে।
এখন জীবন মাঝে বিশ্বদেবতায় হবে বরণ ত্রিষ্টুপ আর জাগতী ছন্দে।

বিশ্বময় দেবজাগৃতি ঃ

বসবঃ ত্রয়োদশঃ অক্ষরেণ ত্রয়দশম স্তোত্রম উদ্জায়ন্।
রুদ্রাঃ চতুর্দশঃ অক্ষরেণ চতুদর্শম স্তোমম উদজায়ন।
আদিত্যঃ পঞ্চদশঃ অক্ষরেণ পঞ্চদশম স্তোমম উদজায়ন।
দিতিঃ ষোড়শঃ অক্ষরেণ ষোড়শম্ স্তোমম উদ্জায়ৎ। (তৈ.স. ১/৭/১১/১৩-১৬)
এসেছে এখন জাগরণের আহ্বান সাধক মনে
ত্রয়োদশ মাত্রার সাধন স্তোত্র হয়েছে প্রস্তুত জীবনে।
রুদ্র দেবতার পরশ করবে জাগ্রত সাধন পর্বের অনুভব।
আদিত্যের কৃষ্ণ বিজয় হয়ে উঠবে জীবনের পঞ্চদশ পর্বের উত্থান।
এসেছে যেমন করে প্রাণের প্রাচুর্য জীবনময় দেবে দৃপ্তি জাগরণ প্রয়াসে।
সাধনের বিভূতি তবে অন্তরের বিকাশ প্রাচুর্যের দিব্য সম্পদের অঙ্গীকারে।
ষোড়শ পর্বে সাধন চেয়েছে মুক্তি জীবনের বন্ধন করে ছিন্ন।
এখন এসেছে দিতির প্রভা করেছে সংহত সব সাধনের উন্মেষে।

বিপুল এই উপলব্ধির প্রবাহ ঃ

প্রজাপতিঃ সপ্তদশ অক্ষরেণ সপ্তদশং স্তোত্রম উদ্জাৎ।
উপায়ম গৃহীতঃ অসিঃ। নৃষক। ত্বা দৃষৎ।

ভূপন! সদন ইন্দ্রায় জুষ্টাং গৃহ্নদত্তিঃ। (তৈ. স. ১/৭/১১/১৭)
হয়েছে সময় প্রজাপতি দেবতার এখন নবীন সৃষ্টির একান্ত উদ্যোগের।
সাধকের সাধন প্রয়াস এখন সপ্তদশ পদী মন্ত্রের প্রেরণায়
হয়েছে যতই আহ্বান এ পথে সূচিত এসেছে নবীন উদয় বৃত্ত।
জাগ্রত চেতন এখন করবে বরণ চিরন্তনী সত্যের নবীন উন্মোচনে।
দেবতার আহ্বানে হয়েছে সংহত জীবনের অবন্ত প্রবাহের ভাবে।
যোগযুক্ত এই জীবন পথ এনেছে ক্ষণ করতে যোগসমন্বিত একান্তে।
ভুবন মাঝে এখন এসেছে নিত্য বিস্তৃত সাধন চেতন উন্মোচনে।
এখন জীবনের পর্বে পর্বে দীপ্ত প্রকাশ এই নবীন উন্মোচনে।

চরিত্র বিন্যাস ঃ জীবনের এই ধারাবাহিকতার মধ্যে সময়ের সারণি জীবনকে নানাভাবে নানা রঙে পূর্ণ করে দিতে পারে। জীবনের পথচলায় এটি বৈচিত্র বলে ভাবা হয়। যা কিছু এইসব বৈচিত্রের মধ্যে বিরাজ করে তার সবই সাধন পর্বে প্রায় সবারই জন্য প্রযোজ্য। এমন করেই বৈচিত্র যখন এক একটি প্রাণকে ছুঁইয়ে যায় তখন তারই মাঝে এক এক ধরনের প্রবণতা আসতে পারে। এমনসব প্রবণতাই যেমন একদিকে জীবনের অভ্যন্তরের বিষয়াদিকে সূচিত করে, তেমনি আবার জগতের সাপেক্ষে ঐ জীবনকে চায় প্রতিষ্ঠিত করতে। এমন করে বৈচিত্রের পথ তৈরী হয়। বৈচিত্র যতই ব্যাপত হয়ে উঠবে জীবনের স্বাভাবিক গতিমুখ এমন ক্ষণে হয়ে যায় জীবনের পথ প্রসারী। ভগবানকে বরণ করে নিয়ে জীবন মাঝে এগিয়ে চলে জগতের সব কর্মকাণ্ড যদি হৃদয় মাঝে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। জীবনের গভীরে ভগবত্তার প্রেরণা জীবনকে একান্তভাবে ভাগবতী ভাবে দ্যোতক করে দেয় এমনই ভাব প্রবণতা যার মধ্যে একদিকে জগৎ জীবন যেমন তার সব রকমের সমস্যার সমাধান সূত্র নিয়ে আসবে তেমনি আবার ঐ অনন্য প্রভায় জীবনকে বরণ করে নিয়ে চাইবে এগিয়ে যেতে।

যে প্রাণ ভগবানকে বরণ করবে ভাল বেসে তার মধ্যে প্রথমেই ফুটে উঠবে কিছু লক্ষ্মণ। এই লক্ষ্মণগুলির মধ্যে অন্যতম হতে পারে ভগবৎ ভাবপ্রদীপ জীবন মাঝে বরণ করে নেওয়া। যে ভাবদীপ্তি ক্রমশঃই ভগবৎ অভিমুখি হয়ে উঠবে তার ভিতর দৈবী গুণপ্রভার ক্রম সঞ্চার হয়ে উঠবে। সত্ত্বগুণের অধিকার তখন স্থায়ী হয়ে যায় যখন জীবন স্বতঃই সত্বগুণের আশ্রয়ে আসতে চায় এবং হয়ে উঠবে ঐ পথে জীবন পরিগ্রহ করতে নিত্য আগ্রহী। এমনই আগ্রহ জীবন মাঝে রচনা হতে পারে যে সমগ্র মানবের জন্য একই গুণ সমন্বয় এই জীবন প্রস্তাব বা পরামর্শ দেবেন। প্রস্তাব বা পরামর্শ কার্যকরী করতে হলে চাই জীবনের জন্য পৃথক ভাগবতী ভাব রচনা করা। এটি মানবের পটভূমিতে সম্ভব তখন যখন আসবে সময়। তখন হয়ে উঠবে মানুষের জন্য কল্যাণকারী সব উপাদান জীবনময় ঘটিয়ে তুলতে হয়। ভগবানই সব সৃষ্টির আদি শক্তি। সৃষ্টির মূলে এই আদি শক্তির যখন প্রকাশ ঘটে সেটি এই শক্তির লীলা। আদি শক্তির বিকাশ সোপান মানবের চিত্ত-মানসের পথ চেয়ে। চিত্ত আমাদের যা কিছু স্মৃতি সমূহ তাকে ধরে রাখতে চায়। চিত্ত সবসময় পিছনের দিকে টানতে থাকে। যা কিছু অতীতের যা কিছু ঘটে গিয়েছে অথবা ঘটবার মতই ছিল। সে সবই ফুটে উঠতে পারে জীবন মাঝে। এমন ক্ষণ বারবার আসতে পারে, অথবা কখনও বা আসতে পারে ক্ষণিকের জন্য।

ভগবানের এই উদার অনন্ত অভিযোজন জীবন ও জগতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এমন সব ব্যাপ্তি যার মৌল ভাবগুলি জীবনের উন্মেষ ঘটাতে পারে একদিকে এককভাবে। আবার অন্যভাবে জীবনকে জগতের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে। জীবন যখন ছড়িয়ে যায় অন্যান্য কর্মকাণ্ডে তখন আপাতভাবে ভগবানের মননটি যেন ক্ষীণ হয়ে যায়। মনন যতই ক্ষীণ হয়ে যায় ততই তার মধ্যে গাঢ় ও গূঢ় ভাবটি ফুটে ওঠে। গুঢ়ভাবে যে দৃষ্টি স্ফূরিত হয় তার মধ্যে সূক্ষ্মমাত্রায় বন্দী হয়ে থাকে চেতনার ক্ষুদ্র কণাসমূহ। চেতনার এই ক্ষুদ্র কণাসমূহই যদি বিস্তার লাভ করে তবে তার মধ্যেই ফুটে উঠবে অনন্তের প্রকাশ স্পন্দন। ভগবানের অনন্ত বিস্তার রূপবিহীন। রূপের মধ্যে যতসময় রয়েছেন তিনি, মানবিক সীমাকে বরণ করে নিয়েই ছিলেন স্বতঃই। স্বয়ং প্রকাশ হয়েও রূপের প্রকাশে তিনি থাকেন রূপমাধুর্যে লীন হয়ে। রূপমাধুর্য এক ভাগবতী চেতন রস সঞ্চালন করে। ভগবানের এই অপরূপ রূপবিকাশ জীবের চেতনের কাছে নিত্য আস্বাদনী হয়ে ওঠে। নিত্য আস্বাদনের পর্বে এই চেতন কণাসমূহ কখনও বা ঐ রূপমাধুর্যের মধ্যে অবগাহণে আপ্লুত হয়ে রূপের পশ্চাতে যে অরূপের আলোক বর্তিকা বিরাজ করে তারই মধ্যে যেন ডুবে যায়। এখন ঐ সব চেতন স্পন্দন জীবনকে যেন আনন্দময় করে তোলে। এমন আনন্দ রসাস্বাদন জীবনের গভীর মার্গে ছুঁয়ে যায় আর আবেগে আবেষ্টন করে নেয় ভগবত্তার সব ভাববিকাশ ধারাকে। জীবনময় এখন আনন্দের ব্যাপ্তি হতে পারে যদি

জীবনের গতিমুখ হয়ে যায় বহু জন হিতায়। ভগবানের উপর নির্ভরশীল যে জীবন চেতন তার মধ্যে ক্রমবিকাশ ঘটে তবে সেটি সমাজ ও সভ্যতাকে ছুঁয়ে যায়। এর অর্থ সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে এটির তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক এখন একটি জীবন চেতনের সঙ্গে গড়ে উঠবে বহু জীবন চেতনের সঙ্গে। এর ফলে ভাগবতী ভাবের সমাজময় বিস্তার খেলে যায়।

জাগ্রত প্রাণের এই নিত্য প্রদীপে ঃ

এষ তে যোনিঃ ইন্দ্রায় ত্বা। উপায়ম গৃহীত অসি।
অপ্সুষদং ত্বা ঘৃতষদং ব্যোম সদং ইন্দ্রায় জুষ্ঠংগৃহ্লামি।
এষ তে যোনিঃ ইন্দ্রায় ত্বা। উপায়ম গৃহীত অসি।
পৃথিবীষদং ত্বা অন্তরিক্ষ সদং নাক সদং। ইন্দ্রায় জুষ্ঠং গৃহ্লামি। (তৈ. স. ১/৭/১২/১-৫)

এসেছ তুমি হেথায় এই জগৎ মাঝে মানবের সমীপে।
এসেছ তুমি বাইরের সব বিকাশ প্রদীপে হয়ে উন্মোচন।
এসেছ অন্তরের দিব্য দীপাশিখায় হয়েছ জাগ্রত জীবনে।
এসেছ তুমি তোমারই এই প্রাণের প্রদীপে হয়ে শিখাময়।
জীবনের উন্মেষ হয়েছে প্রাণের উন্মেষ জলের অবগাহণে আলোকে।
হয়েছে জীবন দীপ নিত্য উন্মেষে জাগ্রত হয়ে মহাশূন্যের অতিথি।
ঐ উর্দ্ধ আকাশের ঠিকানা ছেড়ে এসো তুমি এই ধুলির স্বর্গে।
জীবন ক্ষেত্র হয়েছে এখন নিত্য বিকাশে উন্মোচিত সাধন অনুভবে।

নবীন সৃষ্টির এই প্রয়াসে ঃ

এষ তে যোনিঃ ইন্দ্রায় ত্বা। যে গ্রহাঃ
পঞ্চ জনীনা যেষাং তিস্রঃ পরমনাঃ।
দৈব্যঃ কোশঃ সম্ উরজিতঃ তেষাম বিপিপ্রিয়াঃ।
ইশেম উর্জম সমগ্রভীং। এষ তে যোনিঃ ইন্দ্রায় ত্বা। (তৈ. স. ১/৭/১২/৬-৮)

যেমনে হয়েছে সম্ভব দেবমার্গের দেবসৃষ্টিতে প্রাণের জাগরণে।
যেমনে এসেছে প্রাণের নিত্য বার্তায় নিত্য সৃজন প্রয়াসে।
এখন হয়েছে নবীন সৃষ্টির স্বতঃ প্রকাশের এই পর্ব মাঝে।
পঞ্চ দেবতার এই প্রকাশ ক্ষণে হয়ে ভাস্বর এসেছে জীবনে।
অগ্নি-ইন্দ্র-সূর্যের ত্রয়ী সমাবেশে হয়েছে সাধন দীপ্তির প্রকাশে।
যা কিছু নিত্য দিনের নিবেদন স্পর্শ আর নিত্য বিচারে জ্যোতির্ময় প্রকাশে।
তোমার এই অফুরন্ত শক্তির প্রবাহ এসেছে জীবন মাঝে।
হয়েছে দিব্য উপহার দেবতার জাগরণ পর্বের মাঝে স্বতঃই।

এসেছে এখন বিপুল দেবপ্রজ্ঞা ঃ

অপাং রসম্ উদবয়মং সূর্যরশ্মিং সমাভৃতম।
অপাং রমস্য যঃ রসঃ তম বঃ গৃহ্লাম উত্তমম এষতে।
ইন্দ্রায় ত্বা যোনিঃ। অয়াঃ বিষ্টা জনয়ন্ কর্বরানি সঃহি ঘৃনিঃ।
উরুঃ বরায়ঃ গাতুঃ। সঃ প্রতি উদয়ৎ ধারুন মধ্বঃ অগ্রম স্বায়ং যৎ তনুম ঐরয়ত।
(তৈ. স. ১/৭/১২/৯-১১)

জীবনের নির্যাস হয়েছে ব্যাপ্ত এই অনন্ত বিস্তৃত সৃষ্টির মাঝে।
এসেছে ভাগবতী স্পন্দন জীবন মাঝে নিত্য বিকাশের অনন্ত প্রকাশে।
এখন আসুক সূর্য প্রেরণা হয়ে শক্তিময় উদার দানের মূর্ত আবহে
পর্বে পর্বে হোক পরিপূর্ণ নিত্য বিকাশের একান্ত নিবেদন প্রয়াসে।
আসুক দিব্য প্রেরণা সব প্রাণের মাঝে হয়ে স্বতঃ বিকাশী এই সাধনে
তোমারই সাধন পথের আয়োজন এখন দিক নবীন আগ্রহের দিব্য সূচনা।

কৃপার ডালি করেছ উন্মোচন জগৎ পথের নিত্য নিরীখে এখন দিগন্তে
হোক জীবনের অনন্ত ভাবপ্রকাশ নতুন প্রকাশের এই দৈবী ক্ষণে।

জীবনের এই সাধন পর্বে ব্রহ্ম অভীপ্সায় ঃ

উপায়ম গৃহীত অসি। প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্ঠম গৃহ্লামি।
এষ তে যোনিঃ প্রজাপতয়ে ত্বা। অন্বহ মাসা অন্বিদ।
বনানী অনুঃ ঔষধী। অনুঃ পর্বতায়। অনুঃ।
ইন্দ্রং রোদনী ব্যবশানে অনুঃ অপঃ অজিহতঃ জায়মানম্। (তৈ. স. ১/৭/১৩/১)

তোমায় করেছি গ্রহণ পরম আপন ব্রতে পার্থিব মনে।
যেমনে এসেছে সজ্ঞা তোমায় বরণে পেয়েছি তেমনে এই ক্ষণে।
তোমারই কৃপার পরশ জীবনের এই জাগরণ তরে হয়েছে।
কত কালক্ষেপ তোমা বিনা জীবন মাঝে ধরিত্রীর বুকে ধারণে।
এখন এসেছ তুমি জীবন মাঝে করেছ নিত্য সাধনে তৎপর এখন।
এই বনানীর শ্যামল প্রান্তরে এসেছ প্রকাশে ফুলে ফলে ওষধি বনষ্পতি মূলে।
দিয়েছ তুমি ধরা অন্তর মাঝে হয়ে স্বপ্রকাশ এই দিগন্ত পথের মাঝে।
এখন সাধন ব্রতের চির জাগরণী দিব্য বারির সিঞ্চনে।

নতুন মানুষ ঃ মানবের চরিত্রই তার সঙ্গা তৈরী করে। গুণাবলীর দৃষ্টিতে দেখতে গেলে মানবের চরিত্র তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ সত্ত্বগুণি-রজোগুণি-তমোগুণি। তিনটিরই রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ঠ। সত্ত্বগুণ যার রয়েছে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে মানুষটি বিশেষ ধরনের। সত্ত্বগুণ সত্য নির্ভর। চিন্তা-ভাবনায়, কর্মে-ধ্যানে-জ্ঞানে মানমুষটি সত্য নির্ভর হবে। এই মানুষটির কথা হবে সত্য। মন-মুখ হবে এক—যা ভাববে তাই বলবে। কখনও অন্যের সহিত করবার কথা ভাববে না। সবসময় মানুষটি সত্যমুখি হয়ে থাকবে। সৎ হবে। সত্য বিষয়ে হবে ভয়শূন্য। মানুষটির মন হবে দৃঢ়, অথচ কোমল। দৃঢ়, একারণে যে সে হবে নীতিনিষ্ঠ। ভাল ও মন্দের মিশ্রণে ভরা এই জগতে ঐ মানুষটি সবসময় ভালকেই নেবে বেছে। ভাল অর্থাৎ কল্যাণ। নিজের কল্যাণ কামনা নয়, অন্যের জন্য, জগতের জন্য কামনা করে এই মানুষটি। নিজের কল্যাণ না চাইতেই এসে যায়। জগৎ ব্যাপ্ত যে মহাসত্য ছড়িয়ে রয়েছে তার মৌন দর্শন যদি বিবেচনা করে দেখা হয় তবে বোঝা যাবে। এটি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে; নেওয়ার জন্য নয়।

একটি শিশু যখন জগতে আসে তার জন্য ভগবান নানা ব্যবস্থা করে রাখেন। ভূমিষ্ট হয়েই এক নতুন পরিবেশের মধ্যে পড়ে - মায়ের থেকে স্বতন্ত্র হবার বেদনা কাঁদিয়ে দেয় শিশুকে। ভূমিষ্ট হবার ক্ষণের কান্নাই প্রমাণ করে দেয় জাতকের স্বাভাবিকত্ব। এক অবস্থা থেকেই বিশ্বমাঝে নিজস্ব জীবন নিয়ে সে এসে গেল। এবার ভগবানের ব্যবস্থাগুলি চমৎকারী। যে অস্তিত্ব থেকে ভূমিষ্ঠ হল তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেল ওর প্রাথমিক খাদ্য মাতৃদুগ্ধ। মায়ের স্পর্শ-গন্ধ-ভাব-আর সমগ্র অস্তিত্ব জগৎ মাঝে তার একান্ত নিজস্বতার প্রথম ধাপ হয়ে উঠল। কিন্তু মহাবিশ্বের বিপুল ও সামগ্রিক সমর্থন ছাড়া একটি মুহূর্তও চলবে না।

মহাপ্রাণ তার প্রাণবায়ুর সঞ্চার করে ঐ নতুনকে প্রাণের সঞ্চালনী হৃদয় ও হৃদয়কার্য গড়ে দিল। এখন তার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সঞ্চালনে জীবন হয়ে উঠবে একান্ত আবশ্যকীয় নিত্য-বিকাশী। এই নিত্য বিকাশ যখন তার জীবনে প্রবেশ করেছে জীবন পেয়েছে নিজস্বতা। পরম অস্তিত্বের বিপুল প্রভার মধ্য থেকে এখন গড়ে উঠবে একটু একটু করে প্রাণের প্রদীপ। প্রাণের স্বাতন্ত্র এখন ক্রমে নিশ্চিত হয়ে উঠবে। ক্রমান্বয়ে প্রাণের শক্তির নানারূপ ব্যবহারে ব্রতী হয়ে উঠবে এই প্রাণ। প্রাণের শক্তিই জীবনে গড়ে ওঠার পথের শক্তি হয়ে ক্রমশঃই মহদ প্রাণের নিজ অঙ্গণ থেকে এগিয়ে যাবে একান্ত নিজস্বতার বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা আর জগৎ বিষয়ে ব্যাপৃত হবার সব দিকগুলি। প্রাণবায়ুর সংযোগ যে মুহূর্তে প্রাণের ক্রিয়া সঞ্চালন করে দিয়েছে তখনই উন্মোচিত হয়েছে দৃষ্টি।

মহাকাশের পটভূমি থেকেই জগৎ জনের জন্য আলো-শক্ত-তাপ-দান করে চলেছেন সূর্যদেব। মহাকাশে সূর্যদেবের আবির্ভাব বিশ্বমাঝে আলোর প্লাবন এনে দেয় আলোয়-আলো। সবদিকে সর্বত্র সূর্যদেব তাঁর আলোক ছড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রায় অর্ধেক সময় ধরে দিন আর রাত্রির সমাবেশ জীবনকে ভরিয়ে দেয় নিত্য সুন্দর আলো আর শক্তির সমাহারে। আলোয় দর্শনের জন্য চাই চোখের আলো। সূর্যদেব যখন আলোয় ভরিয়ে দিলেন নবজাতক তার নেত্র উন্মোচনের প্রেরণায় স্পন্দনে ক্রমে দৃষ্টির সূচনা তার ক্রমান্বয়ে

দৃষ্টির প্রসারতার মধ্যে এসে যায়। আলোক আর শক্তির সংযোগে জীবনের দৃষ্টি-শ্রুতি-বাক সবই যেন ভরে ওঠে। দৃষ্টি-শ্রুতি ও বাকের সংযোগে জীবন হয়ে ওঠে সচল-প্রাণবন্ত। এখন প্রাণের শক্তি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান জীবনকে হৃষ্টপুষ্ট, ভরপুর করে দেয়। জীবন এখন সক্ষম হয়ে উঠবে ক্রমে। ক্রমে জীবনের সব দিক গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে জীবন মাঝে সব সম্ভাবনার দ্বার হয়ে ওঠে উন্মোচিত। যা কিছু আছে জীবনের জন্য সম্ভাবনা তার বিকাশ ঘটে যাবে ক্রমান্বয়ে কালের হাত ধরে।

মহাকালের কালযাত্রায় দৈবী শক্তির যা কিছু উপহার সবই একতরফা। জীবন এমন করেই ভগবৎ আনুকূল্যে গড়ে ওঠে তার বিপুল ঔদার্যের ফল হাতে নিয়ে। ভাগবতী এই প্রসাদ জীবনকে ভরপুর করে রেখেছে আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, এই মাটি-আকাশ-প্রকৃতি — সবকিছু দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে যেন সবদিক থেকে। মানুষের জীবন ভগবানের এই উদার দানের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। সবদিক দিয়ে তাই মানুষের ঋণ গড়ে উঠেছে ভগবানের কাছে। মানুষ এই জীবন প্রাপ্ত হওয়া, জীবনে বেড়ে ওঠা, ভরপুর হওয়া—এ সব কিছুর জন্যই ভগবানের দ্বারে ঋণী। বেদ-প্রজ্ঞাবান ঋষিগণ এই ঋণকে বলেছেন, 'দেবঋণ'। দেবঋণ মোচনের জন্য উপায় বলে দিয়েছেন ঋষিগণ। এই উপায় হল—'প্রার্থনা-প্রপত্তি'। প্রার্থনা-প্রপত্তির মূল কথা হল ভগবানে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা অর্জন করা। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জিত হলে ক্রমে নিজের অহং-এর দাপটকে রুদ্ধ করে ভগবানকেই আশ্রয় করে নেবার জন্য প্রস্তুত হবে জীবন। এটির সাধন তাৎপর্য হল আশ্রয়ন ন্যাস। ভগবানের নিজস্ব আশ্রয়ে এই জগতে বেড়ে ওঠার জন্য নয়— বিশ্বাসে-শ্রদ্ধায়-ভালবাসায় ভগবানকে জীবনে যিনি বরণ করবেন, তিনি সত্ত্বগুণি তো বটেই, তিনি বস্তুতপক্ষে দৈবীগুণে ভরপুর।

দেবশক্তির এখন হয়েছে স্বতঃই বিকাশ ঃ

অনু তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় সত্রা।
তে বিশ্বম অনু বৃত্রহত্যে।
অন্ধ ক্ষত্রম্ অনু সহ যজত্র।
ইন্দ্রঃ দেবেভিঃ অনু তে নৃষহো। (তৈ. স. ১/৭/১৩/২, ঋ. বে. ৬/২৫/৮)

তোমারই মাঝে এসেছে অফুরন্ত এই দেবশক্তির প্রবাহ।
অনন্ত এই সম্ভার হোক জীবনের নবীন জাগরণের নিত্য সূত্র।
আসুক উদার দেবশুদ্ধি সাধন সমাপনের এই পথ মাঝে স্বতঃই প্রকাশে।
দেবরাজের দৈবী সাম্রাজ্য হোক জীবনের গুণ-অধিকারীর বিকাশ।
দেবশত্রু হোক বিনষ্ট যখনই হবে জীবন মাঝে নিত্য প্রদীপ।
যজ্ঞের প্রস্তুতি হয়েছে জীবন মাঝে যেমনে হোক তবেই উন্মেষ।
এখন তোমারই এই স্পন্দন এসেছে জীবনের জাগরণ পর্বের স্পন্দনে।
পেয়েছে। জীবনের এই পর্বে তোমারই দেওয়া পথের অভিযোজনে।

জরা-মৃত্যহীন চেতন দীপ্ত ঃ

ইন্দ্রাণী মাসু নারিষু সুপত্নিম্ অহম অশ্রবন্।
ন হি অস্য অপরং চন জরসা মরতে পতিঃ।
নাহম ইন্দ্রাণি রারণ সখ্যুঃ বৃষকপেঃ ঋতে।
যস্য ইদম অপ্যাং হবিঃ রিয়ং দেবেষু গচ্ছতি। (তৈ. স. ১/৭/১৩/৩-৪)
(ঋ.বে. ১০/৮৬/১১-১২)

অজরার ক্ষণ আসবে এখন সকল চিন্তার অন্তঃপর্বে
চির তারুণ্যের ইন্দ্রাণী যেমন করে রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্রের হয়ে চিরসাথি।
এমন করেই দিব্য চেতন হবে অদৃশ্যে জীবন সাথি সাধনের পর্বে।
জীবনের কর্মচিন্তা আর কর্মের এখন অন্তিম ক্ষণ দিব্য প্রসাদ
অনাবিল আনন্দের উৎস করেছি উদ্বোধন এই কর্মচরিত মাঝে।
সাধন সূর্যের হয়েছে এখন সময় করতে দান সুষম শোভা।
সত্যের প্রদীপ হোক উন্মোচন জীবন মাঝে করতে বরণ শাশ্বত সনাতনে।
এখন ভাগবতী ভাব হবে অন্তরের ধন করবে বিজয় পার্থিবে উন্মুক্ত অমৃত পানে।

মনের গভীর অভ্যন্তরে ঃ

যঃ জাতঃ এব প্রথমঃ মনস্বান্।
দেবঃ দেবান ক্রতুনা পর্যুভূষৎ।
যস্য শুষ্মদ রোদসী অভ্যসেতাং
নৃম্নস্য মহা স জনাসঃ ইন্দ্রঃ। (তৈ. স. ১/৭/১৩/৫) (ঋ. ব. ২/১২/১)

মনের প্রাচীর করে চুরমার করেছি মুক্ত মনের রাজ্য।
এখন হয়েছে নবীন যাত্রার শুরু করতে বরণ নতুন চেতনে।
জীবনের এই আবহে হয়েছে নবীন ভাবনার উন্মোচন
দেবতার প্রেরণা এসেছে হেথায় করতে স্থায়ী দেবসংযোগ।
এখন হোক জাগরণ জীবন মাঝে ভাগবতী পরিচয় উন্মোচনে।
কর্মের এই প্রবাহভূমি এখন হবে সিঞ্চিত ভাগবতী ভাবস্পন্দনে।
মুক্ত মনের গভীর অভ্যন্তর হবে নিশ্চিত জাগরণের রাজা।
নবীন মাত্রায় জীবনের এ সত্য বরণ মহান উন্মোচন হবে এখন।

মহত্বের আহ্বান ঃ

আ তে মহ ইন্দ্র উগ্র উতি।
মনষবঃ যৎ সমরন্তঃ সেনাঃ।
পততি দিদ্যঃ ন অর্যাস্য বাহুনঃ
ম তে মনঃ বিশ্ব ত্রিয়াশ বিচারীৎ। (তৈ. স. ১/৭/১৩/৬)(ঋ. বে. ৭/২৫/১)

দেবশক্তির উন্মোচন এখন হয়েছে স্বতঃই সহজাত।
যেমনটি ছিল জীবনের গতি কর্মের প্রবাহ নানা আকর্ষণে।
পেয়েছি তোমায় এই মহত্বের সীমায় হয়ে যুক্ত।
হয়েছে যেমনে তোমারই আকর্ষণের ভাবময় প্রভার আকর্ষণে
সাধন সংগ্রামে করে বিজয় জীবন পথের নিত্য অভিযানে।
মনের রাজ্যে করে প্রতিষ্ঠা তোমার আকর্ষণের প্রদীপ।
আলোর প্রবাহে হয়েছে স্নাত মুক্ত মনের মুক্ত প্রদীপ।
এসেছে এখানে জীবনের ঐ মহান যোগসূত্রের আলোর ধারা।

দিব্যগুণ ঃ দৈবীগুণের অধিকারী স্বতঃই জীবনের মাঝে যা কিছু আহরণ আর প্রাপ্তি হয়ে থাকে তার জন্য হয়ে থাকেন স্বতঃই শ্রদ্ধাশীল। জীবনের বেড়ে ওঠার পথে আসে জ্ঞান ও শিক্ষার ভূমিকা। জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষার ভাবধারার পথ দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন মাঝে একান্ত বিকাশের সব উপাদান। ঋষিগণ তাদের সাধন লব্ধ প্রজ্ঞা জগতের কাছে দিয়েছেন উপহার। জগতের মাঝে ফুটে উঠেছে যত কিছু প্রজ্ঞার ধন সবই। জীবন বেড়ে ওঠে স্বতঃই উপস্থিত বহু প্রকারের সব প্রজ্ঞারাজির মধ্য থেকে নিজ প্রজ্ঞার ধরণকে। কেউ বেছে নিয়েছেন ভাবতী প্রজ্ঞার সম্ভার। এর ফলে অধ্যাত্মের জগতে তার প্রবেশ, অধিকার ও প্রগতি অবধারিত হয়ে উঠছে। জীবনের জন্য নির্দিষ্ট যত ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার আলোক সবই ঐ প্রজ্ঞারই অঙ্গ। ভাগবতী প্রজ্ঞা যেমন অধ্যাত্ম মার্গের গভীর অভ্যন্তরে নিয়ে যায় জীবনকে তেমনি তার নিত্য বিকাশ সাধন পর্বের নবীনত্ব। হয়ত বা বহু প্রাচীন অধ্যাত্ম পথ কেউ পেয়ে গেলেন তার জীবনের গভীরে। এই জীবন মাঝে অধ্যাত্ম বিকাশ ঐ জীবন চেতনের জন্য এখন বিপুল জ্ঞানবিকাশী। ইনি এখন যে জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন তাকে অধিকার করে বরণ করে নিয়ে ঐ জ্ঞানকে নিজ পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করে পেয়ে যাবেন নবীন এক নবীন বিকাশ।

বেদ-প্রজ্ঞাবান প্রাচীন ঋষিগণ বলেছেন—এটি মানবের জন্য ঋষিমন। আমরা কেউ চেয়েছি বলে ঐ জ্ঞান-প্রজ্ঞার জগতে এসেছে তাই নয়। ঐ জ্ঞানপ্রজ্ঞার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এবং সহযোগ পেয়ে নবীন ক্ষেত্রের একজন কেউ ঐ প্রজ্ঞারই ব্যবহারে নিজ জীবন, সমাজ, পরিবেশ, বিশ্বব্যবস্থায় নবীন জ্ঞান সংযোগ করে জগৎময় জ্ঞান বিস্তারের পথ করেন উন্মোচন। মানুষ এক্ষেত্রে ঋষিমনের মধ্যেই ধরা দিয়েছে। ঋষিঋণ মোচনের উপায় বলা হয়েছে সুন্দরভাবে। 'স্বাধ্যায়-অধ্যাস'-এর মধ্য দিয়ে ঋষিঋণের মোচনের পথ উন্মোচন হয়। স্বাধ্যায়-অধ্যাস নিজ জীবন মাঝে স্বীয় উপলব্ধির বিন্যাস ও ব্যাপ্তি ঘটাবার মধ্য দিয়ে জ্ঞান বিস্তার

করে চলবেন। যা কিছু ছিল প্রাচীনের চাদরে বন্দী এখন সেসবই হয়ে উঠবে নবীন। নিত্যদিনের নবীন আবিষ্কার এখন জীবনের পথকে করে তুলবে ভাস্বর। ঋষি হয়েই করতে হয় ঋষি ঋণের মোচন। এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা তার প্রাচীনত্ব জানিয়ে নবীন হয়ে ওঠে মানুষের সমাজের জন্য নবীন প্রজ্ঞার সংযোজনের ফলে জগতের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার হয় স্ফীত। নবীন প্রজ্ঞা শুধুই সমকালের জন্য নয়, এটি ক্রমান্বয়ে জীবনের নতুন নতুন দিক করে উন্মোচন জগৎ মাঝে হয়ে ওঠে অনন্য এক শাশ্বতী জ্ঞান-প্রজ্ঞার একান্ত ক্ষেত্র। এই শাশ্বতী ক্ষেত্র ঐ প্রাচীন সত্যকে বরণ করে নেবে বর্তমানের অঙ্গনে। বর্তমান যে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা রূপান্তর এনেছে সেগুলি আগামী দিনের জন্য বর্তমানের দেওয়া উপহার। নতুন মানুষকে যদি হতে হয় ভাগবতী প্রজ্ঞায় ভরপুর তবে তার মধ্যে নতুনের চিন্তার ধরণ, ভাবনার মেরু। আবার একই ক্ষেত্রে হয়ে যায় নিত্যই নতুন বিকাশের এক সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

জীবনের এই পটভূমিই সত্ত্বগুণি-দৈবী গুণী মানুষ বরণ করে নেয়। এমন সব নানা প্রকারের গুণ সমন্বয় চলতে থাকে যার ফলে জ্ঞান-বিদ্যা শুধুমাত্র তার তত্ত্বশরীরে আবদ্ধ থাকে তাই নয়—এটি ক্রমাগতভাবে প্রয়োগের অভিমুখে এগিয়ে যায়। প্রয়োগের অভিমুখ ক্রম বিকাশী হতে পারে যদি প্রয়োগের পটভূমি হয়ে ওঠে একান্তই নবীন বিকাশের আহ্বায়ক। সত্ত্বগুণের বা দৈবী গুণের অধিকারী বস্তুতপক্ষে ঋষিঋণ মোচনের জন্য যেমন নিজ জীবনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চর্চা করে চলবেন তেমনি। আবার যেমন যেমন রয়েছে তার পরে একক মাত্রায় সম্ভব নয়— কিন্তু বহু ব্যাপ্ত হয়ে বহুজনের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রয়োগকে গড়ে দিতে হবে তৎপর। একটির পর আর একটি প্রজ্ঞা বিকশিত হয়ে সমাজ ও বিশ্বময় বিপুল সম্ভার ধরেই গড়ে উঠবে। আর এক একটি প্রয়াস মানুষের জীবনের সম্ভাবনাকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলে বিশ্বমানবকে প্রকৃতভাবে প্রজ্ঞা আর প্রয়োগের বিশ্বময় ব্যবস্থার ব্যাপ্তি ঘটে গিয়ে মানব সভ্যতার মাঝে প্রকৃত রূপান্তরের পথ উন্মোচনের দিকে এগিয়ে যাওয়া হবে।

ভগবানকেই জীবনে বরণ করে শ্রদ্ধা বিশ্বাস সমন্বিত ভালবাসার নিবেদন যদি পারবেন তারই এখন হয়ে উঠবে জীবন মাঝে দেবঋণ-ঋষিঋণ মোচন। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দেবঋণ ও ঋষিঋণ যেমনে মোচন হয়ে যাবে তেমনি সৃষ্টির এগিয়ে চলবার পথে হবে নবীন সংযোজন। ভগবৎ ইচ্ছায় হয়েছে যে সৃষ্টি তার এখন হবে প্রগতি ও রূপান্তর ভগবৎ ইচ্ছারই হয়ে অনুবর্তী।

পরিপূর্ণ নিবেদনে হয়েছে সমর্পণ ঃ

মা নো মর্ধীঃ অভরা দদ্ধি তৎ নঃ প্র দাশুষে দাতবে
ভুরি যৎ তে। নব্যে দেষ্ণে অস্মিন্ তু উক্থে প্র ব্রবাম বয়ম ইন্দ্র
স্তুবন্তঃ আতুঃ ভর মার্কিঃ এতৎ পরিষ্টাতাৎ বিদ্ম হি তৎ বসুপতিং
বসুনাম, ইন্দ্র যৎ তে মাহিনম্ দত্রাম্ অস্তি অস্মাভ্যাম্ তৎ হর্যশ্ব প্র যন্ধি।

(তৈ. স. ১/৭/১৩/৭-৮)
(ঋ. বে. ৪/২০/১০; ৩/৩৬/৯)

যা কিছু জীবনের রয়েছে অধরা হয়ে আবৃত নানা পর্বে
যা কিছু হয়েছে সদাই জীবনের আকাঙ্ক্ষারআবর্তে আবৃত
হয়েছে সে সব ভাস্বর জীবনের স্বতঃ নিবেদিতের মতই হয়ে উঠবে নিত্য বিকাশ পর্ব।
এমন ক্ষণে এসেছ ফিরে সদা প্রজ্ঞার প্রবাহে ভাস্বর জীবনের সব অধ্যায়ে।
এখন এসেছে আকর্ষণ জীবন মাঝে দেবতার আহ্বান পর্বের এই নিত্য প্রবাহে।
ভগবানের দেওয়া এগিয়ে যা কিছু ভার মুক্তির আহ্বান হয়েছে সবই নিত্য দিনে।
যা কিছু জীবনের অঙ্গনে এসেছে ভগবৎ সম্পদ এসেছে বিপুল দিব্য আহ্বানে
আসুক ঐ সব মুক্তির আবহ দেব ঐশ্বর্যের সদা জাগ্রত জীবন প্রবাহে।

সাধন উপলব্ধির আনন্দ দান ঃ

প্রদাতারং হবামহে ইদ্রম্ আ হবিষা বয়ম্। উভা হি হস্তা
বসুনা পূণস্ব। আ প্র যচ্ছ দক্ষিণৎ আ উত সভ্যৎ।
প্রদাতা বক্রী বৃষভঃ তুষারাৎ সুম্নী রাজা বৃত্রহা সোমপাবা।
অস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্যা অথ ভুব যজমানায় সং যঃ। । (তৈ. স. ১/৭/১৩/৯-১০)
(ঋ. বে. ৫/৪০/৪)

দেব রাজের এই পরিসর জীবনের সব নিবেদন তরে।
দাও ভরিয়ে ভক্তের গ্রহণ পরিসর তোমায় নিবেদন তরে।
যেমনে তোমার বামস্পর্শ দিয়েছে জীবনের আনন্দ নির্বাহের ভাববরণ।
তোমার ঐ দক্ষিণ স্পর্শ এনেছে সাধন জীবনের সব নিবেদন পর্বে।
সাধন জগতের সব সাধন প্রয়াস করে উন্মোচন স্বতঃ বিকাশে।
দেবতারই শক্তিতে হয়ে ভরপুর এসেছে নিত্য উপলব্ধির জীবন ধারা।
জীবনের সব নিবেদন হয়েছে একান্ত বিকাশের দিব্য প্রবাহ মাত্রায় ভরপুর।
অভীপ্সার সব পর্বে পর্বে হয়ে চলবে দেবশক্তিরই স্বতঃসঞ্চালন।

এক এবং অদ্বিতীয় আলোক বিকাশী ঃ

ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাং অবোভিঃ সুমৃদিকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাম দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম।
তস্য বয়ং সুমতো যজ্ঞিয়াস্য অপি ভদ্রে সোমনসে স্যাম। স সুত্রামা
স্ববাং ইন্দ্রঃ অস্মে আরাৎ চিৎ দ্বেষঃ সনুতঃ যুযোতু। (তৈ. স. ১/৭/১৩/১১-১২)
(ঋ. বে. ৬/৪৭/১২-১৩)

দেবরাজ তোমার আসনে হয়েছে নতুন আলোক সৃজনে।
আসুক অফুরন্ত আলোর প্রবাহ এসেছে জীবনের দৈবী জাগরণে।
সব জ্ঞানের আশ্রয় রয়েছে জীবনের গভীর প্রবাহ আর আবেষ্টন।
এমন জীবন আশ্রয় যা এনে দেবে জীবন মাঝে নিত্য প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ।
সব ভাব সম্ভার জীবন মাঝে রয়েছে যা কিছু হয়েছে উন্মেষের আহ্বান।
এই সাধনে একান্ত নিবেদনের যজ্ঞে এনেছি এমন সব নিত্য আবাহন।
ভাগবতী আনন্দের দিব্য সুধা এখন হোক নিত্য সাধন ব্রত পথে।
জেনেছি তোমায় তোমারই অসংখ্য রূপ প্রকাশ বা অরূপে সর্বদাই।

স্থির-দৃঢ় মনের গভীরে ঃ

রেবতীঃ ন সধমাদঃ ইন্দ্রে সন্তুঃ তুবিঃ বাকঃ।
ক্ষমন্তোঃ যাভি মদেম্। প্র সু অস্মৈ পুরোরথম ইন্দ্রায়।
সুষম অর্চতা। অভীকে চিৎ উ লোককৃৎ সঙ্গে সমস্তু বৃত্রহা।
অস্মাকং বোধি চ উদীতা উভন্তম অন্য কেষাম। জ্যাকা অধি উন্বসুঃ।
(তৈ.স. ১/৭/১৩/১৩-১৪)
(ঋ. বে. ১/৩০/১৩; ১০/১৩৩/১)

দেবতার এই আগ্রহ এখন জীবন প্রদীপ বলয় করেছে সৃজন।
ভাগবতী জীবন পথের প্রবাহ এখন করুক উদ্দীপন জীবন প্রবাহ।
সাধন পথের নবীন উন্মোচন নানা পর্বে নানা ভাব প্রবাহে।
তোমারই অফুরন্ত কৃপার প্রবাহ করবে জীবনের নিত্য উন্মেষে।
তোমারই কর্মে করেছি ব্রত দেবশক্তির জাগরণ প্রয়াসে।
মানবের এই নিত্য সৃজন পর্বের মাঝে অশুভ বিকাশে।
করেছি বরণ দেবতায় করতে জীবনের রাজা গভীর প্রবাহে।
প্রজ্ঞার সঞ্চালন পর্বে হোক প্রদীপ্ত দেবতার নিত্য আকর্ষণ।

নবীন সভ্যতার ভিত্তি ঃ দৈবীগুণের মানুষ সত্যময় জীবন যাপন করবে আবার ভগবানের প্রতি ভক্তি ভালবাসা গড়ে তুলবে অন্তর মাঝে। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি হবে সহযোগী। ইনি বিশ্বাস করবেন যে সব মানুষই ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত। ভগবান স্বয়ং সবারই অন্তরমাঝে রয়েছেন সদা বিরাজমান। তাঁর এই বিরাজমানতা আত্মারূপে। অতিসূক্ষ্ম এই আত্মার পরিচয়। তিনি প্রকৃতভাবে দৃষ্টি-শ্রুতি-ঘ্রাণ-স্বাদ-স্পর্শ প্রকৃতির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অথচ তিনিই অন্তরে বিরাজ করে জীবের জীবন মাঝে দ্রষ্টা বা সাক্ষী

রূপে রয়েছেন। তিনি ভাস্বর হয়ে উঠবেন; অধরা থেকে সরে এসে ধরা দেবেন তখন—যখন জীবন তাকে বরণ করে নেবে একান্ত আপনার জ্ঞানে। ভগবানকে বরণ যে করবে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার জীবন হয়ে উঠবে দৈবীগুণ সত্ত্বগুণের আশ্রয়। উপলব্ধির ক্ষণ আসবে তার কাছে স্বতঃই। ভগবানকে জীবন মাঝে বরণ করবার জন্য দৈবী গুণের চর্যা প্রয়োজন। এবিষয়ে আরও একটি দিক হল দৈবী গুণের অঙ্গণ হয়ে ওঠে জগতে ভাগবতী বার্তার বাহক। নিজ জীবন এই পথ সঞ্চয় হয়ে থাকবে এমন যে মানুষটিকে নীচুতা গ্রাস করতে পরবে না।

ষড় রিপুর আবর্তন দৈবী গুণের অধিকারীর মধ্যে থাকে না কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাদ-মাৎসর্য—এইগুলি একসঙ্গে বিরাজ করে বা কিছু প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে যার মধ্যে সে রজোগুণি।

রজোগুণের প্রধান অবলম্বন ষড়রিপুর সবই অথবা কোন একটি খুব প্রবল মাত্রায়। রজোগুণে ষড়রিপুর প্রয়োগ ও ব্যবহার থাকে। রজোগুণের একটি বিশেষ দিক হল এটি শক্তিময়—গতিময়। ক্রোধ-কাম-লোভ-ইর্ষা-লালসা এসব রজোগুণ আর তমোগুণের মধ্যে যুগপৎ বিদ্যমান। রজোগুণের সঙ্গে তমোগুণের মৌল তফাৎ হল শক্তি-গতি। ষড় রিপুর সবই রজে ও তমে রয়েছে। কিন্তু তমের অবস্থা হল যেন ঘুমিয়ে পড়া। তমোগুণি ক্রোধ-লোভ-লালসা-কামনা-ঈর্ষা-গতিদ্বেষ প্রভৃতির অধিকারী কিন্তু তমোগুণি ব্যক্তির সেই শক্তি-গতি-সাহস নেই এগুলিকে কার্যে পরিণত করে নেবার শক্তি। তাই তমোগুণি মানুষ অন্তরে লুকিয়ে ঐ সব রিপু গুলির লালন করে আর অন্তর মাঝে চিন্তায়, ভাবনায় পোষণ করে। কোনও পরিস্থিতির সুযোগ যদি আসে তখন তমোগুণি মানুষ ঐ সুযোগ গ্রহণ করে তমের কাজের মধ্যে এসে পড়ে। অবলম্বন হয়ে ওঠে অন্তর মাঝে পোষণ করা ষড়রিপুর আপনত্ব। যা কিছু ক্ষুদ্রত্বের, বিনাশকরী সম্ভাবনার সবেরই মধ্যে ফুটে ওঠে বড় হয়ে। রজোগুণির একটু প্রচণ্ড সদর্থক দিক হল এটির মধ্যেকার গতি ও শক্তির ক্ষেত্র। এজন্য ঋষিগণ বলেছেন সত্বগুণের সবটাও যদি বিশ্বাস-আশ্রয় সহযোগে দেখা যায় তবেও রজোগুণের মধ্যে থেকে গতিময় ও শক্তিময় রূপকে যুক্ত করতে পারলে সঠিক এক চরিত্রগুণ সমন্বয় গড়ে তোলা যাবে। রজোগুণের মধ্যে অহং-এর প্রভাব প্রচণ্ড থাকে। যদিও বা অহং দৃঢ়ভাবে থাকে, সত্ত্বগুণের আবর্তে পড়ে তার মধ্যে বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভক্তির স্পর্শ ও সংযোগ ক্রমান্বয়ে রজোগুণের মধ্য থেকে সরিয়ে দেবে তার অহং-এর দাপট। অহং প্রভাব কমতে শুরু হলে ক্রমে তার মধ্যে শুদ্ধ-সত্ত্ব গুণের অঙ্গীকার বাড়তে থাকবে। তখন মানুষটি সত্ত্বগুলি—শক্তিময়-গতিময় এবং বহু জনের কল্যাণকারী হয়ে উঠবে স্বতঃই। এমন মানুষকে বলা যায় যেন রাজার আদলে ঋষির চরিত্র। ঋষির অবস্থাটি এখন রাজার দায়িত্ব ও শক্তির সহযোগে গড়ে উঠবে একটি সমন্বিত রাজর্ষি চরিত্র।

রাজর্ষি সেই যে জানে দিতে। রাজর্ষি তার জনসাধারণের সুখ বিধানের জন্য হয়ে উঠবে ব্যাকুল। নিজের সবটুকু দিয়েও সে সবার জন্য মঙ্গলকারী কার্যের মধ্যেই ডুবে যাবে। রাজর্ষি নিজের অঙ্গণেই জগতকে প্রতিপালন করবার জন্যও প্রস্তুত। রাজর্ষি ঋষির প্রত্যয়ের অধিকারী হয়ে কর্তব্য রাখবে মাত্র।

ব্রহ্মণ নিত্য প্রকাশময়
জীবনময় ঃ

অনু মত্যৈ পুরোদশম অষ্টকপালং
নিবপতি ধেনুঃ দক্ষিণা। যে প্রত্যঞ্চঃ শম্যায়া।
অবশীয়ন্তে তং নৈঋতম্ একঃ কপালং।
কৃষ্ণ বাসঃ কৃষ্ণ তুষাম্ দক্ষিণাঃ। (তৈ. স. ১/৮/১/১-৩)
যখনই এসেছে সময় করতে বর্ণনা তোমারই নিত্য প্রকাশে।
কৃপার ধারায় তোমারই পরিচয় নিত্য প্রকাশ পর্বের বিকাশে
এখনই হবে অবারিত কৃপার প্রবাহ সাধন জীবন মাঝে
যেমনে হয়েছে জ্ঞানসঞ্চয় হয়েছে দেবশক্তির সঞ্চয় একান্ত প্রবাহে।
দেবতা তোমারই জগৎ পরিচয় হোক উন্মুক্ত জীবনের নিত্য প্রকাশ ক্ষণে।
এখন হোক দেবতার শক্তি নিবেদন জীবনের স্বতঃউন্মোচনের আগ্রহে।
যখনই এসেছি তোমার ক্ষেত্রে জেগেছে নিবেদনের নিত্য আগ্রহ স্বতঃই।
এখন এসেছে দেবতার সহযোগ অকুণ্ঠ হৃদয়ে তোমায় করে বরণ।

সাধন উন্মেষে
দিব্য সাযুজ্য ঃ

ব্রীহি স্বাহা আহুতিং জুষানঃ।
এষতে নির্ঋতে ভাগো ভূতে

হবিষ্মতে অসি মুঞ্চ ইমম
হংসঃ স্বাহা নমঃ যঃ ইদং চকার। (তৈ. স. ১/৮/১/৪-৫)
দিব্য সাযুজ্য ভগবানের পথে এগিয়ে চলবার জন্য এক পদক্ষেপ।
তোমায় করেছি সদা নিবেদন অন্তরের সব সম্ভার যা কিছু সত্যময়।
এমন সত্যের খোঁজে চলেছি এগিয়ে সমগ্র মানব কূলের উত্থান তরে।
হয়েছে এমন ক্ষণ এমন করে জীবনের সজীব প্রাণের অপেক্ষায়।
মানবিক সীমা করে অতিক্রম জীবনের পথচলার এই পর্ব মাঝে।
এখন হয়েছি প্রস্তুত তোমার এই প্রকাশ পথের মাঝে এমন আহ্বানে।
যে করেছে নিজেকে উজাড় নিবেদনে করতে সমর্পণ ভগবানে।
দেখেছি তোমায় তোমার গুহাস্থিতভাবে আবার ভূমার বিপুল বিস্তারে।

ভগবানেরই মত ঃ সেই মানুষটিই জগৎ মাঝে হবে আগামীর জন্য প্রেরণা ও শক্তি যিনি জীবন মাঝে ভগবানকে শুধুমাত্র তত্ত্বে প্রজ্ঞায় বরণ করেছেন তাই নয়, হয়েছেন যেন ভগবানেরই মত। অবিচলিত ভক্তি অন্তরে বিরাজ করবে। দৃঢ় বিশ্বাস—অটল এই বিশ্বাসকে নাড়ানো যাবে না। সত্য-প্রজ্ঞাময় জীবন। নিবেদিত ভগবানের চরণাশ্রয়ে কিন্তু স্বতঃই অন্তরে ফল্গুধারার মত করুণা-ভালোবাসার স্রোত বয়ে চলেছে তার। সীমার বাধা এ প্রাণ মানে না। করুণার সীমা হবে না এখানে। ভালবাসার সীমা হবে না। অথচ উপযুক্ত ক্ষেত্র বিচারে হবেন তিনি প্রচণ্ড দৃঢ়। অবহেলা-নিষ্ঠাহীনতা-সত্যচ্যুতি-ভ্রান্তি-বিলাসিতা, অন্যের প্রতি অপ্রিয় পরশ্রীকাতর—ঈর্ষার গ্রাসাচ্ছিত-কর্তব্যে বিচ্যুতি-কর্মে শিথিল-অন্ধকারের প্রীতি কোনও কারণে — রিপুর আবর্তে কোনওভাবে বশীভূত হওয়া প্রভৃতিতে হতে হবে বজ্রদৃঢ়। এমনই চরিত্র বিচার হবে যে জগতের যা কিছু দায় রয়েছে জীবন কর্তব্যে সেগুলিকে বরণ করে নিয়েও তার মধ্যে লিপ্ত না হওয়া।

অনাবিল-নিরঙ্কুশ ভাগবতী মনন-চিন্তন চলবে অহরহ। সব কর্মের মধ্যেই অভ্যন্তরে বীজাকারে ভগবান বিরাজ করবেন। নাম-রূপ-ভাব অথবা কোনও স্মরণীয় লীলার বিষয়ে যখন মন প্রবেশ করবে। হয়ে উঠবে অপরূপ সমন্বয়। জগৎ মাঝে ব্রহ্মবিকাশ হবে এমন পথেই। মানবের স্বাভাবিক জীবনের সব অঙ্গণকে ধারণ করেও সে সর্বদাই বিরাজ করবে জগদাতিরিক্ত। জগৎ বিষয়কে অনেকে বলেছেন, কর্দমালিপ্ত কালিঝুলি। এই জগৎ সংসার লালন করছেন স্বয়ং মহামায়া। এখানে ন্যায় আছে, অসত্য আছে, রিপুর দাপটও আছে; এখানে ক্ষণে ক্ষণেই অসুর শক্তির দাপটে দৈবী শক্তিকে চুপ থাকতে হয়, লড়তে হয়; কিন্তু সবকিছুর ঊর্দ্ধে যেটি মহাসত্য তা হল স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব আর পরমা মতৃকা মহাদেবী এই জগৎ লীলায় রয়েছেন অদৃশ্যে। দেবাদিদেব ফুটে উঠছেন একত্বে আর মহাদেবী বহুত্বে। এটি একেবারে নতুন করে ভগবৎ লীলা জগৎ মাঝে। মহাদেবী মূর্ত হবেন বেদমাতা রূপে জগৎময় ব্যাপ্ত হয়ে সত্যস্বরূপ সত্যশ্রষ্ঠা ভগবানই সমগ্রতায় জগৎ জনকে কৃপার মাধুর্যে বরণ করে নেবেন অনন্যতায়, সৃষ্টি হবে ভাগবতী মানবের সমাজ ও সভ্যতা।

—ঃঃ—

তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মারও আগে তোমার প্রকাশ
তুমিই আদি স্রষ্টা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীবজগতের উৎস
হে অনিঃশেষ অনন্ত জ্ঞান হে দেবেশ
তুমিই প্রথম তুমিই প্রধান
হে জগন্নাথ তুমিই জীবজগতের সকল প্রাণীর
একমাত্র আশ্রয় পরম ধাম
প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যা কিছু উভয়েরই অতীত তুমি
হে অবিনাশী অব্যয় অক্ষর ব্রহ্ম
হে মহাত্মা তুমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর
তোমায় ভক্তিভরে প্রণাম করি সর্বদা স্মরণ করি।

—ঃঃ—

ভগিনী নিবেদিতার ভারত চিন্তা

পার্থ সারথি বসু

বিপুল সূর্যরশ্মির অতি সামান্য অংশই আমাদের পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসে। এই বসুন্ধরা প্রত্যক্ষভাবে মহাসূর্যের সম্পূর্ণ মুখোমুখি হতে পারে না। তাই সূর্য্য আমাদের কাছে এখনও মহা রহস্যের আবরণে আচ্ছাদিত।

মহাবিশ্বের মহামানবদের অনেক—মূল্যবান কার্যকলাপ রহস্যের আবরণে দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়। প্রচলিত ধারণা আছে যাঁরা ঈশ্বরের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁরা দেশ-বিদেশের রাজনীতি এবং সমকালীন সময়ের সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। জগৎ সংসারের দুঃখ, দুর্দশা এবং অত্যাচার তাঁদের হৃদয়তন্ত্রকে স্পর্শ করে না। তেমনি যাঁরা রাজনৈতিক জগতের মানুষ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন এবং ঈশ্বর এবং যোগজীবন তাঁদের কাছে ব্রাত্য। দুটো ধারণাই ভুল এবং আমাদের সীমাহীন অজ্ঞতা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহামান্য তিলক এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত মহাত্মাদের জীবন-ইতিহাস—গভীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে চর্চা করনেই এই সত্য উন্মোচিত হয় যে স্বদেশী চেতনা ঈশ্বর চেতনার পরিপূরক পরিপন্থী নয়।

ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় এবং প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন গোলাম বা পরাধীন জীবন কখনও ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে কখনও মুক্তির স্বাদ এবং সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। গলায় যাদের বকলেস তারা চিরদিন প্রভুর আজ্ঞাবহ দাস হয়েই বাদ এবং বিকলাঙ্গ জীবন বহন করে চলে। তাদের জীবনের বদ্ধ কপাট কখনও উন্মুক্ত হয় না।

আবার জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেও স্বামী বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন পরাধীন জাতির কোন ভবিষ্যৎ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন নিভৃত সাধনায় জীবন অতিবাহিত করে শুধুমাত্র ব্রহ্ম উপলব্ধি করেই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যাবে না।

সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে স্বামীজী ভারতবর্ষের মানুষের অপরিসীম দুঃখ, তীব্র দারিদ্র্য, অশিক্ষা , কুসংস্কার এবং দাস সুলভ মনোভাব দেখে প্রচণ্ড বেদনায় জর্জরিত হয়েছিলেন। তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে মহান দেশটির দুঃখের একমাত্র কারণ কয়েক শতবৎসরের বিদেশীদের হাতে অত্যাচার এবং পরাধীনতার অভিশাপ, তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে কোন উপায়ই হোক পরাধীনতার নাগপাশ থেকে এই পবিত্রভূমিকে মুক্ত করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপে তিনি লিপ্ত না হলেও মনেপ্রাণে চাইতেন ভারতের যুব সম্প্রদায় দেশের স্বাধীনতীর জন্য নিজেদের জীবন বলিদান করুক।

স্বামীজী তাঁর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার কাছে তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুক এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন এবং সেইভাবেই তিনি নিবেদিতাকে গড়ে তুলেছিলেন। স্বামীজীর আশীর্বাদেই নিবেদিতাই ভারতের বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলেন তা প্রমাণিত সত্য। স্বামীজীর গুরুভাইরা নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁরা আশংকা করেছিলেন স্বামীজীর অবর্তমানে নিবেদিতার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে বেলুড় মঠ ইংরাজ শাসকদের রোষানলে চরমতম সংকটের জালে জড়িয়ে পড়বে, স্বামীজীর হিমালয় সমান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে তাঁরা নীরবছিলেন, কিন্তু স্বামীজী মহাসমাধির পর তাঁরা অসহায় বোধ করলেন, এইভেবে যে নিবেদিতার বিপ্লবী কার্যকলাপে মঠ সরকারের বিষ নজরে পড়ে পরিস্থিতি সংকটময় হয়ে উঠবে। সুতরাং স্বামীজীর মহাসমাধির কিছুদিনের মধ্যেই বেলুড় মঠ এবং নিবেদিতার পরস্পর বোঝাবুঝির মাধ্যমেই আইনত বিচ্ছেদ হয়ে গেল। আইনত বিচ্ছেদ হলেও দু-পক্ষের মধ্যে মানসিক দূরত্ব হয়নি। কেননা কিছুদিনের মধ্যেই বেলুড়মঠ প্রকাশিত স্বামীজীর রচনাবলীর মুখবন্ধ মঠ কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতাই লিখেছিলেন। আমৃত্যু নিবেদিতার সাথে মঠের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নিবেদিতা মা সারদার প্রিয় 'খুকি' ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিবেদিতার বিপুল অবদান তা নিয়ে আমাদের ঐতিহাসিক এবং বুদ্ধিজীবিক কোন মূল্যায়নই করলেন না। ভগিনী নিবেদিতার অবিস্মরণীয় জীবনের অমূল্য অবদানের ব্যাপারে এই দেশের ভয়ানক উদাসীনতা এটা জাতীর লজ্জা এবং দুঃখের। ভারতবর্ষের শিল্প, কলা, সাহিত্য, চর্চা এবং জাতীয় জীবনের সমস্যার সমাধানে নিবেদিতার ছিল অমূল্য অবদান।

স্বাধীনতা সংগ্রাম এই মহান নারী ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্নিশিখা।

সুদূর পাশ্চাত্যের এক বিদেশীনির অনন্য গবেষণার মাধ্যমে আমরা প্রথম নিবেদিতার অসামান্য জীবনের কাহিনী জানতে পারি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিবেদিতাকে দেখেই বুঝেছিলেন এ কোন সাধারণ নারী নয়। এ এক দেবমানবী যাঁর মধ্যে আছে জগৎ আলোড়ন করবার শক্তি।

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশততম জন্মবার্ষিকীর মধ্যে দিয়ে সারা ভারতে বিপুলভাবে নিবেদিতার মূল্যায়ণ হয়েছে। সুতরাং সত্যকে চিরদিন অন্ধকারে ঢেকে রাখা যায় না। যাঁরা ভাবেন সত্যকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে নিজেদের বায়না করা লেখক দিয়ে বিবৃত অসত্য ইতিহাস রচনা করে সত্যের অবমূল্যায়নের মাধ্যমে নিজেরা জাতির জীবনে স্থায়ী গড়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

প্রখ্যাত যোগী এবং দার্শনিক শ্রী অনির্বাণ নিবেদিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "এই সেদিন যে বাঙ্গালী বিবেকানন্দকে জন্ম দিয়েছিল, সে তাঁকে মরতে না মরতেই ভুলল কেমন করে? বিবেকানন্দ ছিলেন উমাখ্যাপা। কিন্তু এ দেশে শক্তিকে তিনি পেলেন না, শক্তি এলো সাগর পার হতে।" (পত্রলেখা)

স্বামীজী নিবেদিতাকে শক্তিমাত্রই দীক্ষিত করেছিলেন, তিনি জানতেন নিবেদিতার মাধ্যমেই ভারতের ঘুমন্ত মাতৃশক্তির পুনঃ জাগরণ হবে, যোগী শ্রী অনির্বাণ নিবেদিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে আরও লিখেছে—"নিবেদিতা ভারতবর্ষের একটা যুগসন্ধিতে আবির্ভূত। তাঁর পিছনে বিশ্বশক্তির যে-ধারা কাজ করছিল, তার স্বরূপ চিনতে না পারলে তাকে ঠিকমতো ফোটানো অসম্ভব, —'পুরূর বা' তে আমি একটু আভাস দিয়েছিলাম—নিবেদিতাকে। 'মহাভারতের মেয়ে' বলে। মহাভারত বলতে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই ভারতবর্ষকেই -লক্ষ্য করছি—যা নাকি সত্যকার ভারত।

পরমযোগী শ্রী অনির্বাণ আরও লিখেছেন—"বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল, এদেশের মেয়েরা নিবেদিতার মতো হয়ে উঠবে। আমরা বিশেষ করে বাঙ্গালীরা আত্মঘাতী (উত্তরায়ন) আত্মবিস্মৃত জাতি, যে নিবেদিতা সুদূর ইউরোপ থেকে তাঁর বিপুলযোগীকে ভারতবাসীর সেবার জন্য আত্মবলিদান করলেন অকৃতজ্ঞ ভারতবর্ষ তাঁর বেমালুম ভুলে গেল। এই মহীয়সীর নারীর জীবনচরিত আমরা রচনা করতে পারিনি।

নানা জায়গা থেকে এই মহিমামণ্ডিত নারীর অসাধারণ কর্মকাণ্ড এবং চরিত্রের কথা জানতে পেরে বিস্ময় ভুলে হয়ে বিখ্যাত দার্শনিক এবং কবি সুইজারল্যান্ডবাসী লিজেল রেমঁ নিবেদিতার বিখ্যাত জীবনী রচনা করেন আমাদের চিরদিনের মত ঋণী করে গেছেন।

লিজেল রেমঁ ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় যোগী এবং দার্শনিক শ্রী অনির্বাণের শিষ্যা, তাঁর কাছে লিজেল রেমঁ ভারতীয় যোগের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

নিবেদিতায় মুগ্ধ শ্রী অনির্বাণ বলতেন, "বাল্যকাল থেকে নিবেদিতার ভক্ত আমি, তিনি আমাদের জন্য কতখানি করেছেন তার কিছুটা জানতাম; আর কি দুঃখ হত, যখন দেখতাম এমন চরিত্রকে বাঙ্গালী ভুলে গেল—পরম শ্রদ্ধেয় যোগী শ্রী অনির্বাণ আরও বলেছেন", নিবেদিতার আত্মদান মৃত্যুঞ্জয় ভারত পুরুষের কাছে প্রাণ-স্বরূপিণী, ইউরোপের আত্মদান, তাঁর মধ্যে পাই যুগনন্ধ শিব-শক্তির ভুষণমঙ্গল মহিমার ইঙ্গিত।

বিবেকানন্দকে না জানলে যেমন বাংলার তপঃশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি নিবেদিতাকে না জানলেও বিবেকানন্দের ভারত-স্বপ্নকে জানা যায় না।

তথ্যসূত্র— "ভারতকন্যা নিবেদিতা স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষের নারীরা বিপ্লবী চেতনার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোক। স্বামীজী কখনও চাইতেন না ভারতীয় নারী লজ্জাশীলা পুতুলসাজে সজ্জিতা হয়ে ঘরের কোণে চোখের জল ফেলবে এবং অদৃষ্টের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে দুঃখ লাঞ্ছনা অশিক্ষা এবং হতাশাকে গলার মালা করে জীবন অতিবাহিত করুক, নিবেদিতা তাঁর কর্মের মাধ্যমে শুধু নারী নয়—যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের চেতনা জাগ্রত করবার জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে গেছেন তাঁর মহান গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্য নিবেদিতার এই স্বপ্ন ও সাধনা ভাবীকালে বিপুলভাবে বাস্তবায়িত হবে তা তিনি নিজে দেখে যেতে না পারলেও ভারতীয় নারীরা তাঁর সংকল্পকে পরিপূর্ণ আত্মোৎস্বর্গের মাধ্যমে অমর ইতিহাস রচনা করে গেছেন সে আলোচনায় আসবার আগে দেখা যাবে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কি স্বপ্ন ছিল ভারতের বিপ্লববাদে।

স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসুক সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। ইংরেজকে এদেশ থেকে হটাবার জন্য তিনি সরাসরি যুবকদের অস্ত্রধারণ করবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু ভাবীকাল এবং বেলুড় মঠের কথা ভেবে তিনি গোপনীয় তা বজায় রেখে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অগ্নিমন্ত্রে -দীক্ষিত হতে ঢাকায় ভ্রমণ কালে স্বামীজীর সাথে বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখের মত বিপ্লবীদের গুরু এবং ইংরেজেব ত্রাস বি. ভি প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর সতীর্থ বিপ্লবীদের সাথে যখন মিলিত হন তখন তাঁদের তৎকালীন কংগ্রেসের গতানুগতিক আবেদন-নিবেদনের নীতির তীব্র নিন্দা করে বল প্রয়োগের নীতির উপর জোর দেন।

—ঃঃ—

The Cosmic Mind

Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee

The Outer Mind : As the mind of person stands an invisible unnoticed functional entity the entire cosmic system as such operates and acts on similar pattern. The entire nature, wholesome and combined presence of the cosmic elements maintains invisible and beyond all usual notices, the elemental cosmic mind. It is such that an engagement lying within can be thought about. Each cosmic body maintains its own rule of existence and thereby factors into the segments and fragments within. The segments thus look into micro-compositions containing relevant elemental existence that permeates through the habits and nature of each. Invisible, beyond usual perceptive dimensions, certain segments of cosmic reality lie that can be explored with the help of each of the elemental entity based on the parameters or contexts chosen therefrom.

Satyam vrihat ritam ugram.
Dikshash tapoh Brahmmo yajnah.
Prithivi dharayantih saa no bhutasya
Bhavyasyo patno urum lokam Prithivi mah krinotuh. (Ath.V. 12.1.1)

Cosmic truth is larger in dimensions and the scope for life.
The earth as a system produces effective dimensions of material facts.
This as an episode and a fact endorses the factual realities of work.
As the factors of life produces evidences for the emergence of individuals.
The flow of thoughts, actions and incidents in the world talk about truth.
The empirical dimension of truth deluges into the eternal dimensions.
When it happens, the caring, compassionate, and concerning the world opens.
The world as such would converse to the dynamism of truth in the world.

Cosmic truth is revealed mostly before human understanding, either in its usual methods or making specific approaches across each of these in certain contexts. As such, each cosmic entity possesses its own pattern to trash into the overall scenario and either prove to be creative - contributive - cooperative or destructive. The impulse that goes around is the call of the micro or nano moments to get into emerging, dimension of reality in effective terms and ways. It makes things appear unique, act and behave unique and at the same time maintain the connectivity in the context of the world.

Ausambadham badhyatae manabanam.
Yasyam uddhatam prabatah samam bahu.
Nanaviryam oushadhiyam bibharti Prithivi.
Nah Prathatam radhyatam nah. (Ath.V. 12.1.2)

The vastness of Earth's resources creates abundance in things.
Among the various factors of the growth and its maintenance over time.
It regains the factors of life and provides to all the various dimensions.
Human world as such factors into the causative elements of life.
The kingdom of plants receives the support and nurture from Mother Earth.

In the splendid factual movement of the emergent dimensions of life as such.
Powers of functioning and energy of life would be in a way deeply absorptive.
Among others, the spread of strength across would focus on its real expressions.

The world system also reveals a pattern in its exposed behavior. It is the factor that stimulates individual life's journey through. Each life as a conscious entity. The flower of consciousness flavors its worth across multiple points. Each life may be constructed as a point and thus each life finds ways and reasons to connect with the other. The ways of one gets focused across the others and creates connect. Medium to connect, many a times, stands visible and known open, whereas there stand other cases and areas where it remains invisible.

Earth Mind : Human mind, an invisible sense void spreads throughout the entire body and gets connected with all the organs of human body. It connects down to each cell. Whenever mind as an invisible force connects with cell within the organ cellular activity gets streamlined and stimulated in accordance. Mind remains a driving force behind all such activities. Mind's touch makes the activity in the particular way of the central wish of the conscious entity. At times, the central wish gets deluged in the biological functionalities of the mind. The wish carried down the opponents in its own ways.

Yashyam samudrah utah sindhuh aupi.
Yashyam annam krishtayah sambabhubuh.
Yashyam idam jinvatih pranat ejatah.
Sa no bhumih purvah peyae dadhatu. (Ath. V. 12-1-3)

This mother earth contains the seas infinite in its expanse.
It has the immense contents of water that nourishes lives.
People across have the liberty to spread in through feature of nature.
The mother earth has provided the basis of cosmic fertility to produce
Food grains and the proper mechanisms for the sustenance of lives.
The factors of lives would forge into the elemental consciousness.
Among the aspects of human functions, the mother earth focuses on all.
The factors of immortality would spread into elements of life.

The internal connect of mind is processed through the entire nervous system of the body. Nerve neurons of the brain process the message after having made it structured through the functional organs for the same. Therefore, the functional activities related to speech do close up with the stimulus response system tuned to speech in the manner the wish-induced it to happen. Similar is the case with vision, hearing, taste, feel and actions. Functional biological activities as such start with the inputs and gets coordinated by the inputs from the mind to make things happen in the best possible manner. Coordination among actions by many departments do happen with the factors of cosmic connect and that of mental connect. Consciousness of the person gets revealed through the entire entity in such a way that it would make things happen.

Yashyah chatasrah pradishah prithibya.
Yashyam annam krishtayah sambabhubuh.
Ya bibharti vahudha prapat ejat.
Sa no bhumih goushu aupi annae dadhatu. (Ath.V. 12-1-4)

Mother Earth has created a wide variety of things.
On the surface, she has created immense potentials to perpetuate.
Sources of all elements of food and sustenance has been there.
Natural resources containing immense source of water spreads.
All directions have nurtured the factors of life that have grown.
In the process of advancement on time and space, factors of life expand.
Vital force is maintained through the touch of Mother in gentle air.
The cosmic functions thus provide inputs for all lives on Mother Earth.

The individual mind thus acts by and through different organs to see that the biological system attains its own autonomy in a way where the functional aspect of mind widens and spreads through the spheres of happiness. Nervous system stimulates the vascular system as well to reach out to each corner and element of human activity as design of the person's attainment. In most of the cases, thus it happens that each impulse would find its culmination in the granular end point which could be a cell or a part of the cell. Thus the cellular activity gets support from the point to embrace two factors the flow through nerve neuron and that through the vascular capillaries in that particular way to fulfill the objective function of the same input or message. As such each cell gets across the message from the intrinsic mind and the cosmic mind either at a fine covering both or at discrete moments in the journey of the cellular activities. The activities as such would merge into the pool of psychophysical set of activities within biological limits of the human person.

Mind Emergence : Human action thus makes inroad in the world as it is constrained or stimulated by the specific focus of things in the whole factors of behavioral and functional works of life. Mind has the focus to every such function of life in a way that forms an agenda of life. Autonomous function of life through stimulus response system also happens thus in a way of its occurrence or repeat of occurrences formed into the habit of a person in its own way. Thus, the functional aspects of human mind induce certain series of connects with the global system, which would then fulfill the overall global agenda in the manner of its occurrence at that point.

Viswambhara basudhani pratistha.
Hiranyavaksha jagato nibeshanih.
Vaishvanaram bibhrati bhumih aughim.
Indra rishabha drabino no dadhatu. (Ath. V. 12-1-6)

The mother earth with her cosmic mind embraces all.
Creatures of all kind- large, small or different forms in life.
The trees, plants and other lives enjoy the great pleasure.
Sustenance of each is created through factors of connections.
She breeds pleasure and happiness for all and enhance their reach.
She gives forth not only the energy to germinate but to grow.
She offers a required energy in the form of the power of agni in life.
The mother earth spreads the message of victory and poise everywhere.

The flow of life and things in the world occurs through the imperatives of the global system. The ocean has its oceanic mind, the forest, a forest mind, the desert has its desert mind and island has the islandic mind. Down in the human context, it can be noticed that profession or specific functional inputs have its own impacts on the system of the person. Thus, a learner develops the learner's mind, a teacher-teacher's mind, a navigator, that of the mind, focus of navigation, a spiritual person makes into the spirit driven activities. A sailor's mind can read the perspective of the water body sailing through, a sports person thinks in terms of the sports activities and construct to that through all such biological activities. The markets behave in such a pattern as it has an overall mind which may be identified as the market mind in the contextual place and time.

Yam rakshanti ausvapra viswadani
Deva bhumim prithibim aupramadam.
Sa no madhu priyam duham.
Authou ukshatu varchasa. (Ath. V. 12-1-7)

The ideal forces with goodness in life gets the permanence.
Mother Earth nurtures all forces with the forces of life.
Sustenance gets provided by different elements of nature.
Call for the true seed transformed into the vital force in life.
It's the factor that supports in the entire spectrum of things.

Mother Earth offers the honey of sweetness in living life on her.
The arrangements as such spreads everywhere.

The earth brings forth the cosmic vital force in life for all. It may happen that in the passage of life, some people develop the understanding of the same in a short period. There would be a large number of people who will have to wait for long or very long period of time to have the same understanding. However, many would find the situation of not at all getting a force of the same or have some kind of antagonistic mindset developed for the same. Whatever be the situation with respect to this understanding the underlying truth that has been mentioned remains the same in all contexts of time space or combination of situations. In this way, the cosmic mind remains unnoticed.

Invocating the Cosmic Mind : The cosmic mind thus functions in the midst of a large number of humans who may even have a singular or collective denial of the existence of the cosmic mind and thereby the cosmic consciousness. The urge to keep in touch with the cosmic system generates in the mind when there is a clear understanding about the comprehensive identity of the cosmic system and its role in the focus of the varieties of functionalities of life and the role of perceived remote role of the overall cosmic system. As a plant grows in the midst of light, air and receives support from water beneath and the outpour from the sky, the human entities keep on receiving such supports from those and many other sources as arranged by nature.

Yah tae prana priya tanuh
Yah tae pranah Preyasi.
Autho yat bhesajam tava
Tasya nah dhehi jivasae. (Ath. V. 11-4-9)

The cosmic endowment to humans begins with the gift of life.
The power of existence comes from the presence of vital.
The cosmic air awards soul with the power to breathe.
The earth consciousness glows in the presence of lives.
Diverse is the forms of lives, diverse even the features of each.
Cosmic providence of the power of vital makes people grow.
It has the essential elements of lives that live in poise.
Conscious choice of the factors of life is presented by vitals.

Cosmic Consciousness works on the principle of harm free supportive existence. It serves the entire nature earth with the same spirit and contributes to lives of all kinds in its progressive coexistence. If any of the entities lose all supports from all around, even then the cosmic soul extends power of life energy to sustain and the perpetual strength to grow fabulous. The cosmic support stands so remote that in order to understand it, one has to have the power of penetrative probe and discover the truth through that process. Any entity thereby can reach out to the realization of it provided such endeavor is appropriate and gets the support of the nature in all situations.

Pranam ahuh matarishvanam
Vatoh iha pranah uchyatae
Pranae iha bhutam bhabyam cha.
Prano sarvam pratishthitam. (Ath. V. 11-4-15)

The vital force of humans comprises of the life energy.
Air of the universe spreads across for the emergence of all.
Human world thus makes the headway into the vibrations of life.
On the right flow of the force takes up the passage of things.
In the right focus of the stream of lives the elements connect
with each of the other elements in the focus of life on earth.
Vital of the humans provided by the nature requires continuity.
Every life all activities are based on the cosmic support of nature.

However, human capacity is also huge. Human mind may think of its own power as the ultimate and

work on the entire thing and identify the right ones in life to put emphasis on. Human energy properly garnered and coordinated may yield something beyond the perception or even imagination. As such, all factors of growth and emergence converge to the efforts of the person to grow bigger or better. It is in this way that human energy can work without any cosmic support from around. If, however, the cosmic support is there it will have the focus for making of emergence the associate to life. As such, life would then become constrained by the understanding and the deeper realization of the space and time traveling the cosmic design. The travel of the space and time may again factor into the purpose-oriented call for emergence of a new life. The cosmic consciousness thereby does not wait to have its own travel on space and time. This way the supreme energy gets into the design of the human thoughts and expectations. It is then advisable to have faith in the entire spectrum of the origin and spread of the cosmic consciousness leading to transcendental realization.

Human consciousness has the power to make life magnanimous. It remains to see that the conscious entity can garner the spirit of development on lines of consciousness. The feel that each human person can have the functional ability to get the inner potentials get unfold in a way that contains the basis of the growth of potential in the personal domain. In the process of its exploring the same through intrinsic contents and then grow on the same lines of the total outspread of the factors remaining dormant so far. Consciousness tuned to the spirit of divinity brings in the factors of the growth while maintaining the elemental values contained in that. In the event of the persons having gone forward with the elemental divine values would get construed to the factors of life in the context of conscious endeavours to recover the elements of goodness having supported the process of life aligned to values.

Yada prano aubhya varshid
Barshan prithivim mahim
Oushadhayah pra jayantae
Autho yah kamkha cha birudhah. (Ath. V. 11-04-17)

The earthly vital gets drenched in the water of rains.
Across the span of time, it operates in the usual ways.
Vital gets awakened with the germinating powers
Supported by the fluid of life, the greens spread in its forms.
Whatever be the causative factors in the span of its presence.
It develops in the right proportions across bushes alive.
The factors of growth realized that we have to culminate.
Assurance of the elements of life works out to succeed.

Earth consciousness breeds into the human consciousness through various factors that helps the process of life and the process of growth for individuals and groups of persons in the given context for them. Non-acceptance of the values of the human persons in this context may give rise to the new dimensions of the lives lived through the formative attributive world in the new dimensions.

Yatha pranah balihatah
Tuvyam sarvah praja imah.
Eva tasmai balim haran
Yah tva shrinuvat sushraban. (Ath. V. 11-04-19)

The life force works on the spot of life's factors of growth.
Knowledge of the same works out to be the input to expand.
Cosmic vital develops into the fragments of the self in life.
Elements and fragments would get into the focus of life.
The wise life considers cosmic presence as the endowment's
That has intuitive presence in the gamut of things on earth
As such that flow of force works out to be sole focus of life.
The cosmic offer gets recognized in the light of the other.

Life on the surface of the nature earth tries to follow a particular pattern. If anyone notices the patterns of behavior in a series of things spread over a long spectrum, it actually connects its effects with that stream of life in the sphere of the notion in a way that connects one with the other. It is in this way that each of the categories of the lives lived mix into the flow of life in the manner. Each species of has its own particular pattern in the process. The spectrum of the life thus begets a situation which may communicate certain essential message to the connected soul.

Animals in the deep forest have their ways to behave and get into the factors of appropriate segments of consciousness. The focus of life in the context of forest has a particular pattern. This pattern is such that maintains and enhances a definite way to coordinate within and across. In this way the animals have their own method to communicate among them in the way and manner they understand mostly. As such the environment of the forest is created by each as that of the own living common to the context.

Conscious Mind : As in the case of the animals, the forest plants do convey the same. It is as such the rhythm of trees would constrain into the basis of the rhythm. It is that element in the process, such an element has the penetration into the factor of the continuing life factors would expand into the framework of lives. The trees of the forest would echo their spirit into the identified parameters of segment of the global life. As such the unuttered rhythm features through various parameters of the flow of life. In the process, the urge of life to get into the most revealing element of choice that begets the internal consciousness. In such a context, elements belonging to other categories would thus make into the depth of understanding of each. The forest trees discover their initial factor into the habits of living. This makes into a pattern that attempts to discover the realm of the flow of communication in nature.

Antagarbhah charati devata su.
Abhutoh bhutah sa u jayatae purnah.
Sa bhuto bhabyam bhabishyat
Pita utram pra bibesha sharchivih. (Ath. V. 11-04-20)

The supreme force consolidates its presence in focus.
Force of life happens in the right direction of the pattern.
Existence has spread in its own way to grow into the life.
It happens whenever the spirit works out to be the promise of growth.
Sustenance of the present life had its roots in the cosmic spirit.
Once that was the usual growth pattern as recognized in the flow.
As a human father has usual pattern of approach to life.
Powers and energy of life come up to the pattern of some lives.

It is thus the collective force that resolves around the factors in the way of getting things aligned to the process of life. The collective focus of the nature is thus tuned in a pattern which penetrates through the subjective focus of the collective lives. As such, that happens in the pattern of the world to get revealed in each of the pattern to take into its own dimensions of life.

Ekam padam na utah svidati
Salilat hamsa utcharan yat angah
Satam uta svidatae na eva audya na sehah
Syat nah ratri naham syat no byuchhetah kada chan. (Ath. V. 11-4-21)

The swan of cosmic life infuses the flow of energy across.
Whatever is the form of the expressed life the intrinsic gets ignited.
With the power of occurrence in the world it works out as close.
In the realm of its getting emergence to the full form of vitality
Life force at the unit now finds full concurrence to the whole.
That cosmic wish now spreads into the power of each element to grow.
It is now time to have the effect of growth on every aspect of life.
The vital shades backlash on the factors of living on earth system.

The cosmic wish thus constitutes to get aligned to the factors of life in the realm of the cosmic emergence. The animals of varieties have their own ways to the fulfillments in a particular way to rediscover factors of life. It is that factor which opens up in a way that construes to the new meaning of the process of life or the gross life. Objective focus of the realm was the cause but in its own way it could be the focus and objective of life that makes it happen in the new world. At a time when the factors of such realization would penetrate into the viable and meaningful context of the era of lives that would unfold into the horizon of lives. As such it is to be perceived to understand factors differentiating one of the aspects of growth to the other. The primary and cardinal entity in the entire nature's arrangements is such that it can penetrate into the overall dimensions of the world in its original form.

Faith and Trust : Meaningful living happens when life's boat takes the transit to the shore. As such it will not appear to be horrible act on the part of the earth system to make things happen and to have the joy of being in the world. Expectations of gain, the factors of victory in the journey of life and that perspective which would make a point of finding meaningfulness in it. Misery, alienation, deprivation collectively or singularly make things worthy of the taste of sweetness in life. It makes to the honey of life when such a factor leads to the understanding the sweetness of life.

'Ye trishaptah pariyanti viswa rupani bibhratah,
Vachaspatih valah tesham tanvoe audya dadhatu me.
Punah ehi vachaspatae debena manasa saha
Vasouspatae ni ramaya mayae vastu mayi shrutam.' (Ath. Veda. 11.4.22)

The cosmic spirit takes up divine abode over time.
Strength of life to germinate and grow into the blossoms.
The factors of such elements of life yields to grow into full.
As such the cosmic dynamism figures into the elements of life.
Cycles of life grows into the functions of life to garner knowledge.
Inspired existence focuses on the elements of functional right.
The divine spirit can find the elements of growth and fulfillment.
Divine focus on life processes through the factors of vital strength in life.

The famous work of Albert Camus, 'Outsider' begins with : "My mother died today, or may be yesterday, I don't know. I received a telegram from the old people's home. 'Mother deceased Funeral tomorrow. Very sincerely yours.' That does not mean anything. It might have been yesterday".
Absurdity remained at the core of things. Camus had echoed the vibrations of each life and used to converse to the factors of life in such a way that life begets responses from its own thoughts or deeds in the manner of intrinsic factors of life in the realm of life to grow full.

Parthivasya rasae deva
Bhagasya tat no balae.
Aayusyam ausma augnih surayah
Barchaya dhata vrihaspati. (Ath. V. 2.29.1)

The cosmic sustenance of energy inbuilt in lives.
Factors of such functional dimensions of things to happen.
In the flow of the force of life gets the process of yields within.
For the factors of this in a while it begets the power of life.
Effective to the elements of life let divinity offers its grace.
It was the spirit of things to happen with the pleasures
Love for the creation and that revealed through its oneness
Happens along the fine awards of gift of senses for life.

Life now provides the meaning in the factors that attempt to converge in the domain that covers the aspects of requirements of life. It is such that the factors of life lived properly would take out to the functional realm of life to induce the factors that find its locus of life into the fullness of work and output there. The focus of life as such would reach out to the core meanings of the life in the manner if wishes

to. Thus the wholesome view of life stands inclusive of the basic functionalities of our cosmic system. The relation between emotional connect and perceptive dimensions of life in the flow of life into specific streams. Achievements, success, liberty among the set of empirical tenets and certain dimensions of the eternal principles of living life, shall factor into certain aspects of world life.

Integrity : The issues of futility of life had gripped young European minds during some part of nineteenth century and a major part of twentieth century. Personal selfish thoughts really became important in the gamut of things. Drawing inspiration from the previous or past generations had to take back seat to the spirit of joy in life in the current period of living. Enjoyments to all spectrum of life became as such extremely important. What Meursault had thought that Maman, his mother that she had gone off life. Meursault did not feel any special sense of attraction in mind about his mother on her death. He just made his presence upto coffin and followed guidance of seniors. However he did not neglect any advise or denied anyway. He was just neutral.

Aayuh asmoi dhehi jataqvedah.
Prajam tvashthah audhi nidehi ausmoi.
Rayasposham sabitara suba ausmoi.
Shatam jivati sharadah tabayam. (Ath. V. 2-29-2)

The cosmic endowment makes individuals live long life.
The impact of evils on the factors of life be maintained.
Sustenance for life grows on scales of the orientations.
Life grows in the realm of the entire spectrum of nature.
Mother earth has maintained the continued support to lives.
Let the lives complete century each and enjoy pleasures.
The elemental touch would thus be accumulated into each.
Wisdom spills into the factors of lives at its origin and spread.

The meaning lost from life creates its significance in the spread of things over the flow of life. Joy lost from life makes it rootless. Person now would find extreme difficulty in being mentally constrained. A kind of bewilderedness develops in the person. From an early age if a person does, maintain a mood of happiness she or he finds fulfillment.

Aashih na urjam Utah sah prajah
Austam deksham dhattam dravinam sachetasou.
Jayam kshetrani sahasa ayam Indram
Krinvano aunyan audharan sapatnan. (Ath. V. 2-29-3)

Cosmic consciousness stimulates the power of wisdom.
Thoughts, works, strengths of the mind get infused across.
In the factors of such powers are such strong process gained
As to the making of wide ocean of consciousness present.
The mind thus inspired gains further in the spirit of the world.
Individual consciousness now endorses the spirit of the divine.
In the process the factors of life have attained the height.
Human excellence now is possessed of the care of Cosmic Mother.

The world experiences the waves of collective sentiments at times. When a section of people finds its role difficult in the gamut of human journey, it makes huge influence on the life and patterns of human society in the race of things to acquire, possess, and perpetuate. A wider aspect of the sensations and leading sentiments would make one understand the nuances of the distinct pattern of living that fully plunges into the depth of possessing something meaningful and contributing to the features and factors of life. The post-European renaissance period made many things happen through creative contributions of people, otherwise less active, inactive, or sleepy people thereby may find ways to get revealed or get exposed to the world of happiness in a way that contributes to life.

Beyond Nothingness : The era of depression and deprivation in Europe was strongly influencing to the minds of people in the world. It was in particular the period between 1929 and 1939 termed as the period of Great Depression had rolled over the world with massive economic crisis. The youth in particular had suffered lack of job or joblessness. Those reductions, closed down of industrial output and leading to the crash of economic coordination system. 1929 crash of the Wall Street had set the ball of depression rolling from the United States and had its direct thrust on the collaborative, competitive and otherwise conflicting economic activities. The recent problem with Iran-Israel-USA war and consequent disruption of the trade and supply route also created massive disruptions.

Yat idam bhumyah audhi trinam vatoh
Mathayati evam Madhanami tae mano.
Yatha mam kamini ausou
Yatha mat na aupaga ausah. (Ath. V. 2-30-1)

As the air has the power and capacity to blow off,
A thin blade of grass gets waved off by gentle air.
The cosmic mind at its natural elemental fragments
Can wave off the cosmic mind and carries it down.
The cosmic spirit yields to the revealed truth of the world.
The forms of organs and existence possess the factors of life.
In the event of its flourishing into its culmination constantly.
Let the divine mind element into the human mind.

Factors such as increased burnout, confused on the authoritative identity, losing meaning of life. In his short span of painful tubercular impactful life, Soren Kierkegaard found life meaningless. His lesson of life was to understand life in its backward but to have the full meaningful life it lived forward. This view had a long influence from the European influence in minds and its impacts.

Yat auntaram tad bahyam
Yat bahyam tat auntaram.
Kanyanam visvarupanam
Manoh grivayo oushadhi. (Ath. V. 2-30-4)

The contents of person's intrinsics are invited
To touch the factors of character and behavior within.
As such, the outward behavior patterns through the new,
The intrinsic that has gone into its combination,
The external factors drawn in would be a part of internals.
The elemental nature breeds into the mind of the individual.
The natural power of the greens has forced into the context
On the waves of the natural elements, let mind get deluged.

Jean-Paul Sartre developed the belief that existence matters most. His view that 'Existence precedes Essence'. This puts primacy to the attainment of a person in the context of the world. As Sartre understands and puts it as that 'humans are condemned to be free' - this view had a long impact on the youthful European minds. The philosophy of existentialism was put across so effectively and caught by the young minds of Europe. Young people took immense amount of mental position on it and derived courage and support towards making things organized and happen in a way that made many people believing the fact of destiny that could be created through individual efforts and impacts of the spirit of arousal in the mental framework. Thus, the refusal of 1964 Nobel Prize in Literature by Jean-Paul Sartre had the penetrating impact on the souls hungry of faith and integrity.

Godly Mind : The rational paradigm of European Era of Depression had its strong breakthrough across the factors of life and the possessions that help in developing basic paradigm of identifying the fundamentals of a being. Being-in-itself and Being-for-itself both had impacts, though on reverse order. Being gets deluged in the possessions of the person. In this way, the attention of the person goes deep into the dimension of the being partly and the focus of the possessions partly. Sartre had the basic assumption that humans are not barred of a predefined purpose. Rather the gradual ascendance on the scale of time in the life of the person induces ideas that would ultimately get into the meaning so freedom of thought could lead to greater thought. Nietzsche's philosophy could be a balm to this nothingness having believed to not just survive but grow into the full.

Yah Ishoh Pashupatih pashunam
Chatushpadam Utah yah dwipadam.
Nishkritah sa yajniyam bhagam etuh.
Rayasposha yajamanam sachantam. (Ath. V. 2-34-1)

The cosmic spirit dwells in the being of individuals.
As of the efforts of intense look out for the intrinsics
In the becoming of the individuals tuned to the world.
It operates everywhere on principles of total dedications.
This universe makes habitual for all types of lives spread across
The plants, animals, microbes, larger entities all are maintained.
Lord of the world would look into the dimensions of the earth.
For humans it would thus penetrate into the depth of minds.

The Romanic slavery in ancient period had reached such a high proportion that almost one-third of the Italians had to face the fate of getting identified as property, not people. Though the process of acquisition and perpetuation of the slavery system had legal mandate, there were cases of getting freedom from the slavery.

Yae badhyamanam aunu didhyanah.
Aunvaekshantah manasa chakshusha cha.
Augnisuthanam augrae pra mam uktah devoh.
Viswkarmah prajayah sam raranah. (Ath. V. 2-34-3)

In the process of the progression of lives it concerns.
The factors of growth in dimensions have spread across.
Illumined persons on earth are those who makes it happen.
In the acts of exploration of the greater heights, it performs.
The divine spirit now focuses on the parametric growth.
The power of human mind thus glows through the events.
The universal factors of mental freedom thus focuses on each.
The legacy thus created of liberated mind attains the highest peak.

The sages of ancient Indian Vedic civilization had it in their minds that every human person is born of humans in the usual sense of the term, however, eternal divinity remains within each such person. The elemental divinity is such that its presence can only be sensed or realized. It does not have any empirical existence but continues to guide and support once the mind and heart is induced to. The divine within has the factor of the universal and cosmic spread. Once the mind and heart are inclined to have love for God and cares God in life and activity, the person actually gets elevated in life.

The existentially bound mind or the mind with nothingness can at best induce for a short while but its impact on that diminishes or fades to decay on a longer pathway. Faith in God, love for God, devotion to God magnifies and expands the horizon or the canvas, the person making her or his mind not only pure divinely but strongly magnanimous in real sense. This person is above selfish identity of being and turns BEING WHOLESOME.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st July 2026
Ashar–1433
Vol. 24. No. 3

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৫ই জুলাই, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১২ই জুলাই, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৯শে জুলাই, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৬শে জুলাই, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.